বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

অর্থ-বছরঃ- ২০২২-২৩ ইং

উপজেলা বালাগঞ্জ

সিলেট ।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা
অর্থ-বছরঃ ২০২২-২৩

প্রকাশকাল

জুন, ২০২২

বালাগঞ্জ উপজেলা পরিষদ
সিলেট

উপদেষ্টা

হাবিবুর রহমান
মাননীয় সংসদ সদস্য, ২৩১সিলেট-৩ (বালাগঞ্জ)ও উপদেষ্টা, উপজেলা পরিষদ, বালাগঞ্জ

পৃষ্ঠপোষকতায়

জনাব মোঃ মোস্তাকুর রহমান, চেয়ারম্যান, বালাগঞ্জ উপজেলা, সিলেট
জনাব মোঃ সামস উদ্দিন সামস, ভাইস চেয়ারম্যান, বালাগঞ্জ উপজেলা, সিলেট
জনাব সেবু আক্তার মনি, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, বালাগঞ্জ উপজেলা, সিলেট

সম্পাদনায়

জনাব রোজিনা আক্তার
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বালাগঞ্জ উপজেলা, সিলেট

প্রকাশনা কমিটি

জনাব জনাব রোজিনা আক্তার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বালাগঞ্জ
জনাব সুমাইয়া ফেরদৌস, সহকারী কমিশনার (ভুমি), বালাগঞ্জ
জনাব মোস্তাকীম শরীফ সাঈদ, উপজেলা প্রকৌশলী, বালাগঞ্জ
জনাব নির্মল চন্দ্র বণিক, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য অফিসার, বালাগঞ্জ
জনাব সুমন মিয়া, উপজেলা কৃষি অফিসার, বালাগঞ্জ
জনাব মোঃ নজরম্নল ইসলাম, উপজেলা মাধ্যমিক শিড়্গা অফিসার, বালাগঞ্জ
জনাব মোঃ কামরম্নল হোসেন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য), বালাগঞ্জ উপজেলা
জনাব মাসুদ হোসেন সোহেল, ব্যবসায়ী, বালাগঞ্জ উপজেলা

কারিগরি সহোযোগীতায়

গ্রন্থস্বত্ব

উপজেলা পরিষদ, বালাগঞ্জ উপজেলা, সিলেট

প্রকাশকাল

জুন, ২০২১

সূচীপত্র

ক্র: নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
	মুখবন্ধ	৫
	বাণী	৬
১.	প্রথম অধ্যায়(উপজেলার পরিচিতি)	
১.১	উপজেলার পটভুমি	৯
১.২	উপজেলার নামের ইতিহাস	৯
১.৩	উপজেলার মানচিত্র	১০
১.৪	উপজেলার ভৌগলিক পরিচিতি	১১
১.৫	উপজেলার ভাষা ও সংস্কৃতি	১১
১.৬	উপজেলার খেলাধুলা ও বিনোদন	১১
১.৭	উপজেলার নদ-নদী	১২
১.৮	উপজেলার যোগাযোগ	১২
১.৯	উপজেলার ব্যবসা-বানিজ্য	১২
১.১০	উপজেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য	১২
১.১১	উপজেলার কৃতিব্যক্তিত্ব	১৩
২.	দ্বিতীয় অধ্যায় (আর্থ-সামাজিক তথ্য)	
২.১	উপজেলা পরিষদের আর্থ-সামাজিক তথ্য	১৪
২.২	বিভিন্ন বিভাগের আর্থ-সামাজিক তথ্য	
২.২.১	ইউনিয়ন	১৫
২.২.২	সমাজসেবা	১৬
২.২.৩	বিআরডিবি	১৭
২.২.৪	কৃষি	১৯
২.২.৫	উপজেলা শিক্ষা	২১
২.২.৬	মৎস্য	২৩
২.২.৭	উপজেলা স্বাস্থ্য	২৪
২.২.৮	মহিলাবিষয়ক	২৫
২.২.৯	ভুমি ও রাজস্ব	২৭
২.২.১০	যোগাযোগ	২৭
২.২.১১	পরিবার পরিকল্পনা	২৮
২.২.১২	প্রাণী সম্পদ	২৮
২.২.১৩	সমবায়	২৮

ক্র: নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
	২.২.১৪ মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস...	২৯
৩.	তৃতীয় অধ্যায় (পরিকল্পনা)	
৩.১	পরিকল্পনা কি..	৩১
৩.২	উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ	৩৩
৩.৩	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রক্রিয়া ও কৌশল..	৩৪
৩.৪	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ধাপ সমূহ..	৩৫
৪.	চতুর্থ অধ্যায়(উপজেলার সম্পদ বিবরনী)	
৪.১	উপজেলার সম্পদ বিবরনী	৩৬
৫.	পঞ্চম অধ্যায় (অবস্থা বিশেস্নষন)	
৫.১	অবস্থা বিশেস্নষন	৩৭
৫.২	রন্নপকল্প নির্ধারণ..	৪১
৫.৩	সেক্টর ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ	৪১
৬.	ষষ্ঠ অধ্যায় (উন্নয়ন কার্যক্রম)	
৬.১	উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম	৪২
৬.২	উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা	৪৪
৭.	সপ্তম অধ্যায় (বাজেট)	
৭.১	২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের প্রস্তাবিত বাজেট	৫৬
৮.	অষ্টম অধ্যায়(মনিটরিং ও মূল্যায়ন)	
৮.১	মনিটরিং ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য...	৬৪
৮.২	মনিটরিং ও মূল্যায়ন কৌশলের মানদন্ড...	৬৫
৮.৩	মনিটরিং ফরম্যাট...	৬৭
৮.৪	মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের কাঠামো..	৬৯

মুখবন্ধ

যে কোন দেশ, এলাকা বা সংস্থার উন্নয়ন নির্ভর করে তার সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও যথাযথ বাস্তবায়নের উপর। বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দ্বিতীয় স্তরের কাঠামো হচ্ছে উপজেলা পরিষদ। স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসন বিকেন্দ্রিকরণ, স্থানীয়ভাবে সম্পদ আহরণ ও জনগনের দোরগোরায় সেবা পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে এ কাঠামো গঠন করা হয়। বালাগঞ্জ উপজেলা ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের জন্য তার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করার কাজ হাতে নেয় এবং যথাসময়ে তা সম্পন্ন করে। উপজেলা পরিষদ বালাগঞ্জ উপজেলার আওতাভুক্ত ইউনিয়ন সমুহ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমম্বয়ে একটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করে। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিষদ আগামী অর্থ-বছরে বালাগঞ্জ উপজেলায় কি কি উন্নয়ন কাজ করবে তার একটি রূপরেখা দেয়ার চেষ্টা করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বালাগঞ্জ উপজেলা আগামী বছরগুলোতে পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

মোস্তাকুর রহমান
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, বালাগঞ্জ, সিলেট।

উপজেলা চেয়ারম্যানের বাণী

বালাগঞ্জ উপজেলা সিলেট জেলার একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী উপজেলা। উপজেলা সৃষ্টির পর থেকেই এ উপজেলা তার উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণের জন্য সমন্বিতভাবে উপজেলার উন্নয়ন করা কষ্টসাধ্য করে তুলেছিল । তবে আশার কথা বালাগঞ্জ উপজেলা ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের জন্য একটি ”বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা” প্রণয়ন করেছে।

সুশাসন ও জবাবদিহিতা ছাড়া যেমন একটি প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না তেমনি জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়াও সেই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বর্তমান জনবান্ধব সরকার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যকর উন্নয়নে বিশ্বাসী। জনপ্রতিনিধি, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, এনজিও, সিভিল সোসাইটি ও ব্যক্তি মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি কার্যকর ও অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা তৈরীর লড়্যোই এ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে বলে আমি জেনেছি। এটা বাস্তবায়িত হলে যেমন একটি পরিকল্পিত উন্নয়ন সম্ভব হবে তেমনি প্রতিষ্ঠান সমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাও বৃদ্ধি পাবে। জনগন প্রত্যড়্গাভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশগ্রহনের ফলে নিজেদেরকে মর্যাদাপূর্ণ ভাববে।

আমি উন্নয়ন সহযোগী ও সম্পৃক্তদের বিনয়ের সাথে অনুরোধ করছি দেশে যে সব উপজেলার নিজস্ব আয় (রাজস্ব) অপ্রতুল সে সব উপজেলাকে বরাদ্দের ড়্গেত্রে অগ্রাধীকার দেয়ার জন্য।

অনগ্রসর উপজেলা গুলোকে উন্নত উপজেলার সমপর্যায়ে উন্নীত করতে হলে অনুদান ও সহযোগীতার ড়্গেত্রে আরো বাস্তবমূখীতা অপরিহার্য বলে আমি মনে করি। আমি আশাবাদী এ ধারা প্রবর্তণ ও অব্যাহত রাখলে উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়ন সহজতর হবে।

আমি আশা করবো উপজেলা পরিষদ এ পরিকল্পনা মোতাবেক তার উন্নয়ন কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত রাখবে।

মোঃ মোস্তাকুর রহমান

রোজিনা আক্তার
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বালাগঞ্জ, সিলেট

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাণী

শীতল পাটিরবালাগঞ্জ উপজেলা সিলেট জেলার ঐতিহ্যবাহী উপজেলা। ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নেও এই উপজেলা আলোচিত এবং আলোকিত। "বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা" করার মাধ্যমে এই উপজেলার উন্নয়ন কর্মকান্ডে একটি সমন্বয়ের সুযোগ তৈরী হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় একটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। সরকারী সেবায় আস্থা অটুট রাখতে সেবা প্রদান প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। একথা অনস্বীকার্য যে, অংশগ্রহনমূলক, শক্তিশালী, জবাবদিহিতামূলক, নিরপেক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ব্যতিরেকে উপজেলা পরিষদকে কার্যকরী করা সম্ভবপর নয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের সুনির্দিষ্ট ভিশনই পারে ভবিষ্যতের কাংখিত মাত্রার স্থানীয় সরকার তৈরী করতে।

উপজেলার বিভিন্ন দফতরের সম্পাদিত কাজ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এখানে স্থান পেয়েছে। এর পাশাপাশি জাতীয় দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্বায়নে স্ব-স্ব দফতরের কাজের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। বালাগঞ্জ উপজেলার স্থানীয় পর্যায়ে সরকারী-বেসরকারী সেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠান একটি একীভূত সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সেবা প্রদান অব্যাহত রাখবে বলে আমি মনে করি।

এই পরিকল্পনা পুস্তিকায় তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দপ্তর ও তার কর্মকর্তাবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। আরো ধন্যবাদ জানাই TGPএর সদস্যবৃন্দসহ তাদের যারা এই পুস্তিকা প্রণয়নে নিরলসভাবে কাজ করেছেন এবং একে স্বার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন।

রোজিনা আক্তার

প্রথম অধ্যায়
উপজেলার পরিচিতি

১.১ উপজেলার পটভূমি:

বৃহত্তর সিলেট জেলার বর্তমান বালাগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ এবং রাজনগর উপজেলা নিয়ে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে বালাগঞ্জ থানা (পুলিশ স্টেশন) গঠিত হয়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে গেজেট নোটিফিকেশন নং ১৭৬ তাং ১০/০১/১৯২২ মূলে বর্তমান বালাগঞ্জ উপজেলা এলাকা নিয়ে বালাগঞ্জ থানা পূণর্গঠিত হয়। পরবর্তীতে ৭ নভেম্বর, ১৯৮২ খ্রিঃ তারিখে বালাগঞ্জ থানা আপগ্রেডেড হয় এবং বালাগঞ্জ উপজেলায় রূপান্তরিত হয়।

১.২ উপজেলার নামের ইতিহাস:

এ উপজেলার 'বালাগঞ্জ' নামকরন নিয়ে গবেষকদের মধ্যে বিভিন্ন মত বিদ্যমান রয়েছে। কারো মতে এর আদি নাম ছিল 'কুশিয়ারকূল'যা এখানকার প্রধান নদী কুশিয়ারা'র পারে উৎপাদিত 'কুশিয়ার' (আঁখ) থেকে আগত এবং এ নদীটিও সেজন্য কুশিয়ারা নামে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীতে এখানে গড়ে ওঠা মদন মোহন জিউ আশ্রমের প্রভাবে নাম পরিবর্তীত হয়ে মদনগঞ্জ এবং তা থেকে বালাগঞ্জ নাম ধারণ করে। কথিত আছে, মদন মোহন জিউ আশ্রমের সেবায়িতগণ হাতে প্রচুর পরিমাণে 'বালা' (মহিলাদের হাতে পরার বিশেষ ধরণের চুড়ির মত অলঙ্কার যা স্বর্ণ এবং/অথবা ব্রোঞ্জ এর তৈরী) পরতেন এবং এর ফলে এখানে বিপুল পরিমাণে 'বালা' কেনা-বেচা হত বলেই বালাগঞ্জ নামকরন হয়। অনেকে মনে করেন গুরূত্বপূর্ণ নৌ-বন্দর হিসেবে এখানে 'বালা
বালা' (ভাল ভাল -এর স্থানীয় রূপ) জিনিষপত্র পাওয়া যেত বলে এর নাম বালাগঞ্জ হয়েছে।

১.৩ উপজেলার ইতিহাস ঐতিহ্য

<u>শীতল পাটি</u> ঃ বালাগঞ্জ উপজেলার 'শীতলপাটী' উৎপাদন ও বাজারজাত করণের গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে। দেশে ও দেশের বাইরে এ শীতলপাটী সমভাবে সমাদৃত।বালাগঞ্জ উপজেলার গৌরীপুরের শিল্পীদের তৈরী একটি শীতলপাটী ব্রিটেনের রাণী ভিক্টোরিয়া'র প্রাসাদে স্থান পেয়েছিল।১৯০৬ সালে কলকাতায় আয়োজিত শিল্প প্রদর্শনীতে শীতলপাটীর জন্য জদুরাম দাস স্বর্ণপদক লাভ করেন।১৯৮২ সালে শীতলপাটী তৈরীর জন্য জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কুটীর শিল্পী হিসেবে পুরস্কার জিতে নেন বাবু পবনজয় দাস। ইতালি'র রোমে ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত কুটীরশিল্প প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের মনীন্দ্র নাথের উপস্থাপিত শীতলপাটী পুরস্কার লাভ করে। বিভিন্ন ডিজাইন এবং বুননের বৈচিত্রের জন্য শীতলপাটী সর্বত্র সমাদৃত এবং একসময় এ কে বিশ্ববিখ্যাত মসলিন কাপড়ের সাথে তুলনা করা হত। বুননের ধরণ ও বেতের আকৃতির ভিত্তিতে শীতলপাটী বিভিন্ন স্থানীয় নামে পরিচিত, যেমন- সিকি, আধুলি, টাকা, নয়নতারা, আসমানতারা, জোড়াকে-চিরা ইত্যাদি। বর্তমানে বালাগঞ্জ শীতলপাটী'র ঐতিহ্য হারিয়েছে কারণ এখন আর বালাগঞ্জে শীতলপাটী উৎপাদন হয় না, সামান্য যেটুকু উৎপাদন হয় তা যথেষ্ট মানসম্পন্ন নয়। বিলুপ্তপ্রায় এ শিল্পটির পূণঃপ্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন রয়েছে

<u>বঙ্গবীর জেনারেল মো:আতাউল গনি ওসমানী</u> ঃ জনারেল এম এ জি ওসমানীর স্মৃতি বিজড়িত তৎকালীন বালাগঞ্জ উপজেলা কুশিয়ারা নদীর তীরে অবস্থিত। বালাগঞ্জ উপজেলাটি সিলেট জেলার অন্যতম একটি উপজেলা। ঐতিহ্যগতভাবে বালাগঞ্জ উপজেলা সদর একটি নৌ-বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে

সিলেট,মৌলভীবাজার,হবিগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় মালামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে গুরম্নত্বপূর্ণ বন্দর ছিল। একসময় ব্যাপকভাবে উৎপাদিত 'শীতলপাটী' এ অঞ্চলের চাহিদা মিটিয়ে দেশের অন্যান্য এলাকায়ও সরবরাহ করা হতো। বর্তমানেও এ উপজেলার কোন কোন এলাকায় কিছু কিছু শীতলপাটী উৎপাদিত হচ্ছে। অত্যন্ত আরামদায়ক ও বৈচিত্রময় শীতলপাটী আজও দেশের সর্বত্র সমভাবে সমাদৃত।

গায়েবী মসজিদ ঃ সিলেট অঞ্চলে আরব দেশ ইয়েমেন থেকে আগত বিখ্যাত আউলিয়া হযরত শাহজালাল (রহ) এর আগমণের মাধ্যমে মুসলিম সংস্কৃতির আবির্ভাব ঘটে বলে ধারণা করা হয়, তবে সে সময় বালাগঞ্জে গায়েবী মসজিদ নামে একটি পুরনো মসজিদ আবিষ্কৃত হয় যার সৃষ্টি সম্বন্ধে জানা যায়নি। হযরত শাহজালালের সঙ্গী সৈয়দ উমর সমরখন্দএর তিন ছেলের মধ্যে দুই জন-সৈয়দ মাহবুব খন্দকার ও সৈয়দ তাহির খন্দকার আরেক সঙ্গী সৈয়দ উসমান বোগদাদীসহ তিনজন মিলে আস্তানা নির্মাণের সময় বর্তমান উসমানীনগর উপজেলার উছমানপুর ইউনিয়নের পাঁচপাড়া গ্রামে টিলা কেটে মাটির নিচের এ মসজিদটি আবিষ্কার করেন। মসজিদটির উৎপত্তি সম্পর্কে জানা না থাকায় এটি গায়েবী মসজিদ নামে পরিচিতি লাভ করে। তাছাড়া সৈয়দ উসমান বোগদাদী'র নামানুসারে ঐ এলাকার (ইউনিয়ন) নাম হয় উছমানপুর।

১.৩ উপজেলার মানচিত্র

IJ

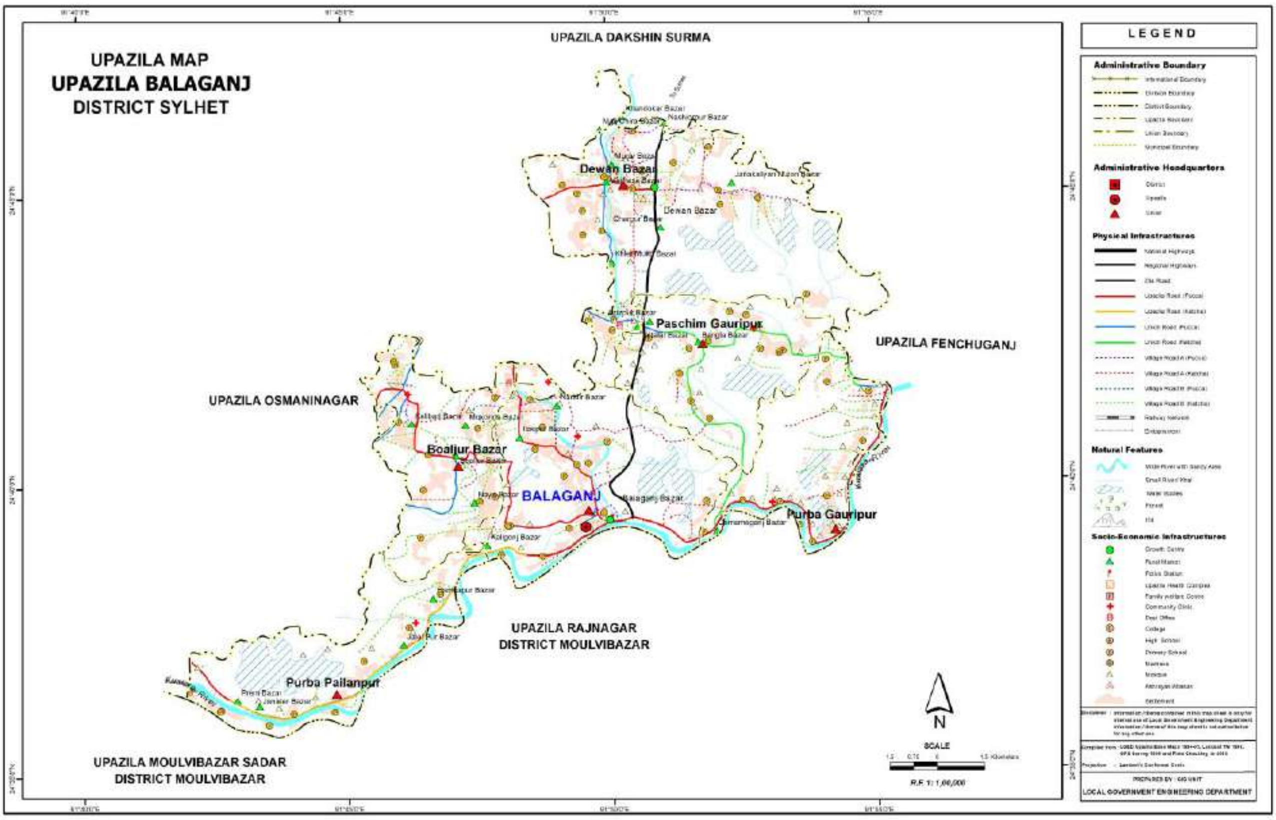

১.৪ ভৌগলিক পরিচিতি

বালাগঞ্জ উপজেলা ২৪,৬৬৬৭ ডিগ্রী ঘ ৯১,৮৩৩৩ ঊ ডিগ্রীতে অবস্থিত । উত্তরে সিলেট জেলার দক্ষিন সুরমা উপজেলা , দক্ষিনে মৌলভীবাজার জেলার সদর ও রাজনগর উপজেলা, পূর্বে সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা এবং পশ্চিমে সিলেট জেলার বিশ্বনাথ ও সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলা । আয়তন ৩৭৫.৭৫ বর্গকিলো মিটার। ছোট বড় বেশ কিছু হাওড় ও জলাশয় অধ্যুষিত বালাগঞ্জ উপজেলাটি প্রধানত সমতল ভুমি। উপজেলার দক্ষিন প্রান্ত ঘেঁষে কুশিয়ারা নদী পূর্ব পশ্চিমে প্রবাহিত হচ্ছে।

১.৫ ভাষা ও সংস্কৃতি

ভাষা ও সংস্কৃতিঃএ অঞ্চলের মানুষ মূলত: 'সিলেটি' আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। 'সিলেটি' ভাষাটি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের 'আসাম'রাজ্যের 'অসমিয়া' এবং 'নাগরী' এ দুটি স্থানীয় ভাষা থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এ ভাষা সমগ্র সিলেট বিভাগের সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ এবং মৌলভীবাজার জেলার সর্বত্র ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

ইতিহাস বিদগণের ধারণা, প্রাচীন বৌদ্ধ এবং হিন্দু সংস্কৃতি যুগপৎভাবে সিলেট অঞ্চলের সংস্কৃতির ভিত রচনা করেছে। পরবর্তীতে বিখ্যাত মুসলমান সাধক ও আউলিয়া হযরত শাহজালাল(রহ) সুদুর ইয়েমেন(আরব দেশ) থেকে সিলেটে আগমন করলে মুসলিম সংস্কৃতি দ্রম্নত বিকাশ লাভ করতে থাকে। জানা যায় হযরত শাহজালাল(রহ) ৩৬০ জন সুফী সঙ্গী সহ পদব্রজে সিলেটে আসেন এবং তৎকালীন অত্যাচারী হিন্দু রাজা গৌরগোবিন্দের বিরম্নদ্ধে যুদ্ধ করে তার নিপীড়নমূলক বিশেষতঃ মুসলিম বিদ্বেষী অপশাসনের চির-অবসান ঘটান। তাঁর এ অভিযানের ফলে রাজা গৌরগোবিন্দের স্বেচ্ছাচারী দূঃশাসন অপসৃত হয়ে জনকল্যাণমূলক সু-শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে এ অঞ্চলের জনমানুষের মধ্যে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল ধর্মের সকল মানুষের স্বাধীন ধর্মাচার, শান্তি ও মর্যাদাপূর্ণ সহাবস্থানের এক অনন্য সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। প্রজাহিতৈষী সুশাসন ও স্বাধীন নির্বিঘ্ন ধর্মাচার প্রতিষ্ঠায় অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য হযরত শাহজালাল(রহ) মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকলের কাছে পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হয়ে আছেন।

এখানকার লোকজ সংস্কৃতিতে আঞ্চলিক সঙ্গীত এবং সামাজিক প্রদর্শনী ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানাদির ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। এসবের মধ্যে গাটু গান, সারি গান, মরমী গান, বাউল গান, যাত্রা গান, মালজোড়া গান, বিয়ার গান, হাছন রাজার গান, শাহ আব্দুল করিমের গান, দূর্বীনশাহ'র গান ইত্যাদি স্থানীয় নামে পরিচিত আরো অনেক গান উলে-খযোগ্য। সামাজিক বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানাদির মধ্যে নৌকা-বাইচ, ঘোড়দৌড়, ষাঁড়ের লড়াই, মোরগের লড়াই, গ্রাম্য মেলা ইত্যাদি এ অঞ্চলের সংস্কৃতিকে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করেছে। এ ছাড়াও সিলেটের মানুষ ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতার প্রতি গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা পোষন করে।

১.৬ খেলাধুলা ও বিনোদন

বালাগঞ্জে উলেস্নখযোগ্য খেলাধুলার মধ্যে ফুটবল বালাগঞ্জ উপজেলায় শক্তিশালী কয়েকটি টিম রয়েছে , যার প্রমান বিগত বছরে সিলেট জেলার মধ্য ফুটবল রানার্সআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে , ক্রিকেট, ব্যাটমিন্টন, ভলিবল ইত্যাদি। বালাগঞ্জ উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে একটি ডিএনএ মাঠ। প্রতি বছর এ মাঠে নিম্নলিখিত ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ঃ

(ক) বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল,
(গ) ইউনিয়ন ফুটবল লীগ,
(ঙ) প্রতি বৎসর যুব এবং সিনিয়র ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়

১.৭ উপজেলার নদ-নদী

বালাগঞ্জ উপজেলার সীমানা প্রায় দুই দিক নদী দ্বারা বেষ্টিত।

১। পূর্ব দিকে বড়ভাঙ্গা।

২। দক্ষিণ দিকে কুশিয়ারা নদী।

১.৮ উপজেলার যোগাযোগ

সড়ক পথে

১) ঢাকা থেকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক পথে তাজপুর পর্যন্ত। তাজপুর হতে সড়ক পথে (প্রায় ১৬কিঃমিঃ) দুরত্বে অবস্থিত বালাগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়/বালাগঞ্জ উপজেলা পরিষদ।
২) সিলেট হতে ফেঞ্চুগঞ্জ হয়ে বালাগঞ্জ উপজেলায় আসা যায়। সিলেট হতে বালাগঞ্জ উপজেলার দুরত্ব (প্রায় ৫৫কিঃমিঃ)।

রেলপথে

১) ঢাকা থেকে রেল পথে সরাসরি বালাগঞ্জ উপজেলায় আসা যায় না। ঢাকা হতে বালাগঞ্জ উপজেলার দুরত্ব (প্রায় ২১৫কি:মি:) ।
২) সিলেট হতে রেল পথে সরাসরি বালাগঞ্জ উপজেলায় আসা যায় না। তবে ঢাকা হতে ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা হয়ে বালাগঞ্জ উপজেলার দুরত্ব (প্রায় ২১৫কি:মি:) ।

১.৯ উপজেলার ব্যবসা ও বাণিজ্যঃ

বালাগঞ্জ সদও একসময় ব্যবসা এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরম্নত্বপূর্ণ নৌ-বন্দর হিসেবে ব্যবহৃত হত। সিলেট বিভাগের বিভিন্ন স্থান এমনকি দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকেও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র বালাগঞ্জ ঘাট দিয়ে আনা-নেওয়া করা হত। বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষজন এখানে এসে তাদের পন্য-সামগ্রী কেনা-বেচা করত। বালাগঞ্জ বাজার প্রধানতঃ ধান এবং শীতলপাটী'র জন্য বিখ্যাত ছিল। বর্তমানে বালাগঞ্জ সদর তার পুরনো ঐতিহ্য অনেকটা হারিয়ে ফেলেছে বালাগঞ্জ উপজেলার মানুষের জীবিকার প্রধান উৎসের মধ্যে মৎস্য শিকার,গবাদী পশু পালন বিশেষ ভাবে উলেস্নখ যোগ্য।

১. ঐতিহাসিক স্থান ও অন্যান্যঃ ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্ব দানকারী বঙ্গবীর জেনারেল মোঃ আতাউল গণি ওসমানী'রজন্মভূমি হিসেবে বালাগঞ্জ একটি ঐতিহাসিক গুরম্নত্বপূর্ণ স্থান। বালাগঞ্জের দয়ামীর ইউনিয়নের দয়ামীর বাজারের পাশেই তাঁর পৈত্রিক বাড়ি অবস্থিত। তাঁর পিতা খান বাহাদুর মফিজুর রহমান একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন। বঙ্গবীর ওসমানী'র অধিনায়কত্বে সামরিক-বেসামরিক যোদ্ধাদের সমন্বয়ে মুক্তিবাহিনী পরিচালিত হয়। তিনি মুক্তিযুদ্ধ এবং তৎপরবর্তীতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রাখেন। তিনি তখনকার ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধীনে কেডেট নিযুক্ত হয়ে পরবর্তীতে ১৯৫৭ সালে কর্নেল হন। পাকিস্তানি দখলদার সেনাবাহিনীর বিরম্নদ্ধে ময়দানে যুদ্ধ পরিচালনায় অনবদ্য কৃতিত্বের জন্য তিনি কিংবদন্তীতূল্য হয়ে আছেন। ১৯৭০ এবং ১৯৭৩ সালে তিনি যথাক্রমে এম,এন,এ, এবংএম,পি, নির্বাচিত হন। বাংলাদেশে কয়েকটি মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রী হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৩ সালে তিনি লন্ডনে মারা যান। বালাগঞ্জের সন্তান হিসেবে ওসমানী'র জন্য বালাগঞ্জ তথা সমগ্র সিলেটবাসী গর্ব বোধ করে। মারা যান। বালাগঞ্জের সন্তান হিসেবে ওসমানী'র জন্য বালাগঞ্জ তথা সমগ্র সিলেটবাসী গর্ব বোধ করে। ষোড়শ শতকে সেকান্দর শাহের ছেলে ফরিদ শাহের ছোট ভাই কালুশাহ মাইজবাড়ীতে তার বাড়ীর সামনে প্রায় চৌদ্দ একর জমি জুড়ে একটি পুকুর খনন করেন। এটাই কালুশাহর দীঘি নামে পরিচিত। ইহা এখনও পূর্বাবস্থায় বহাল রয়েছে। কালুশাহ উস্থি ইউনিয়নের বড়বাড়ীতে ২টি দূর্গ স্থাপন করেছিলেন এবং দিলিস্নর সুলতানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষনা করেছিলেন বলে শোনা যায়। এতে দিলি-র সুলতানের সৈন্যদের সাথে এক ভীষন যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে কালুশাহ পরাস্ত হন ও তার মাথা কেটে সুলতানের সৈন্যগণ দিলিস্ন নিয়ে যায়। মাথাহীন দেহ পুকুরের পূর্ব পাড়ে সমাহিত করা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়
আর্থ-সামাজিক তথ্য

২.১ উপজেলা পরিষদের আর্থ-সামাজিক তথ্য

উপজেলা		বালাগঞ্জ
সীমানা		উত্তরে সিলেট জেলার দক্ষিনে সুরমা উপজেলা,দাক্ষিণে মৌলভীবাজার জেলার সদর ও রাজনগর উপজেলা ,পূর্বে সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা এবং পশ্চিমে সিলেট জেলার বিশ্বনাথ ও সুনামগঞ্জ জগন্নাথপুর উপজেলা।
জেলা সদর হতে দূরত্ব		৩৭ কি:মি:
আয়তন		৩৭৫.৯২ বর্গ কিলোমিটার
জনসংখ্যা		৩,২০,২২৭ জন (প্রায়) (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ি)।
	পুরুষ	১,৫৭,৯৭৫ জন (প্রায়)
	মহিলা	১,৬২,২৫২ জন (প্রায়)
লোক সংখ্যার ঘনত্ব		৮৫২ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে)
মোট ভোটার সংখ্যা		১,৯৭,৭৮৩ জন
	পুরুষভোটার সংখ্যা	৯৯,২৭৬ জন
	মহিলা ভোটার সংখ্যা	৯৮,৫০৭জন
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার		২.২২%
মোট পরিবার(খানা)		৫৪,২৪৬ টি
নির্বাচনী এলাকা		২৩১,সিলেট-৩,ইউনিয়ন সমূহ-দেওয়ানবাজার ,পূর্ব গৌরীপুর, পূর্ব পৈলনপুর,বালাগঞ্জ সদর,বোয়ালজুর,পশ্চিম গৌরীপুর
গ্রাম		৪৭২ টি
মৌজা		২৩৭ টি
ইউনিয়ন		০৬ টি
পৌরসভা		নাই
এতিমখানা সরকারী		নাই
এতিমখানা বে-সরকারী		১ টি
মসজিদ		৫৯৬ টি
মন্দির		৫৪ টি
নদ-নদী		৩ টি(কুশিয়ারা,বড়ভাগা,ও আমিরদিং)

হাট-বাজার		২৬ টি
ব্যাংক শাখা		২৫ টি
পোস্ট অফিস/ সাব পোঃ অফিস		৩৬ টি
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ		০২ টি
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প		০১টি
বৃহৎ শিল্প		নাই

উপজেলা চেয়ারম্যান অফিস ও নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের জনবলঃ

ক্র.নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	পুরণকৃত পদ	শুন্য পদ
উপজেলা চেয়ারম্যান অফিস				
১	চেয়ারম্যান	১	১	০
২	ভাইস-চেয়ারম্যান (পুরুষ)	১	১	০
৩	ভাইস-চেয়ারম্যান (মহিলা)	১	১	০
৪	সাট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	১	০
৫	জিপ গাড়ী চালক	১	১	০
৬	অফিস সহায়ক	২	২	০
৭	মালি	১	১	০
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়				
১	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	১	১	০
২	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১	১	০
৩	উপ প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২	২	০
৪	সহ. প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১	১	০
৫	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	২	১	১
৬	জিপ চালক	১	১	০
৭	ফটোকপি অপারেটর	১	০	১
৮	অফিস সহায়ক	২	২	০
৯	নিরাপত্তা প্রহরী	১	০	১
১০	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	১	০	১

২.২.১ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ঃ

০১ প্রকল্পভূক্ত ইউনিয়নের সংখ্যা টি

০২ প্রকল্পভূক্ত গ্রামের সংখ্যা

০৩) জনবল কাঠামোঃ

নং	পদের নাম	মুঞ্জরী কৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শুন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	১	১	০	
২	সহকারা সমাজসেবা অফিসার	১	১	০	
৩	ফিল্ড সুপার ভাইজার				
৪	উচ্চমান সহকারী-যুক্ত-হিসা রড়াক	১	০	১	
৫	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেট	১	০	১	
৬	ইউনিয়ন সমাজকর্মী	৭	১	৬	
৭	কারিগরী প্রশিড়াক	৩	১	২	
৮	অফিস সহায়ক	১	০	১	
	বার্তাবাহক	১	১	০	
	নিরাপত্তা কর্মী	১	০	১	
মোট		১৭	০৫	১২	

(ক) আর, এস,এস, কার্যক্রম ঃ

ক্রঃ নং	খাতের নাম	প্রাপ্ত বরাদ্ধ	বিনিয়োগকৃত অর্থ	আদায় যোগ্য অর্থ	আদায়কৃত অর্থ	অনাদায়ী অর্থ	আদায়ের হার
১	রাজস্ব তহবিল	১৩৬৭৪০০	১৩৬৭৪০০	১৫০৪১৪০	৯৯৮০০৮	৫০৬১৩২	৬৬%
২	সুদমুক্ত ঋণ তহবিল	৭৯৫০০০০	৭৯৫০০০০	৮২৯২৫৭০	৩০৯৮৯২০	৫১৯৩৬৫০	৩৭%
সর্বমোট		৯৩১৭৪০০	৯৩১৭৪০০	৯৭৯৬৭১০	৪০৯৬৯২৮	৫৬৯৯৭৮২	৪১.৮২%

খ) দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পূনবার্সন কার্যক্রমঃ

ক্রঃ নং	খাতের নাম	প্রাপ্ত বরাদ্ধ	বিনিয়োগকৃত অর্থ	আদায় যোগ্য অর্থ	আদায়কৃতঅর্থ	অনাদায়ী অর্থ	আদায়ের হার
১	এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনবার্সন ঋণ কার্যক্রম	৬৫০৭৭৭	৬২১০০০	৫৯০৪৫০	২৭০৩৭৫	৩২০৭৫	৪৫.৭৯%

গ) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীঃ

নং	বিবরণ	ভাতাভোগীর সংখ্যা		মোট
		নিয়মিত	২০২১-২২ অতিরিক্ত	
১	বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা	৩৭১১	০	৩৭১১
২	বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতাভোগীর সংখ্যা	১৪১১	০	১৪১১
৩	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা	১২৫৬		১২৫৬
৪	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতাভোগীর সংখ্যা			
৫	প্রতিবন্ধী শিড়ার্থীদের উপবৃত্তির সংখ্যা	৮২		৮২
৬	হিজড়া ভাতা	০	০	০
৭	দলিত/হরিজন/বেদে সম্প্রদায়	১৭	০	১৭

ঘ) নিবন্ধীকৃত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাঃ

ঘ) ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ড প্রাপ্ত এতিম খানার সংখ্যা	০ টি		
ঙ) নিবন্ধীকৃত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সংখ্যা	৬২ টি		
চ) অনুদান প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দেয় অনুদান	০৩ টি		

ঙ) রোগী কল্যাণ সমিতিঃ

ক্র: নং	বিবরণ	কার্যক্রম	এ পর্যন্ত উপকৃতের সংখ্যা	মন্তব্য
১	উপজেলা রোগী কল্যান সমিতি, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স বালাগঞ্জ, সিলেট।	শুধু হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগীদের বিনা মূল্যে ঔষধ,চশমা, ক্রেচ এবং অন্যান্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।	৫৪৯	

চ) মোট জরিপকৃত প্রতিবন্ধী সংখ্যা ঃ

পুরম্নষ	১৯১
মহিলা	২৮০
হিজড়া	৭৮
মোট	

ছ) প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি ঃ

ক্রঃ নং	স্তর	জন	মাসিক হার	বৎসরে মোট টাকা
১	প্রথমিক স্তর	৬২	৭৫০	৫৫৮০০০
২	মাধ্যমিক স্তর	১৭	৮০০	১৬৩২০০
৩	উচ্চ মাধ্যমিক স্তর	৩	৯০০	৩২৪০০
৪	উচ্চতর স্তর	০		
	মোট	৮২		৭৫৩৬০০

জ) দলিত/হরিজন শিক্ষা উপৃত্তিঃ

ক্রঃ নং	স্তর	জন	মাসি হার	বৎসরে মোট টাকা
১	প্রথমিক স্তর	৫	৭০০	৪২০০০
২	মাধ্যমিক স্তর	৯	৮০০	৮৬৪০০
৩	উচ্ছ মাধ্যমিক স্তর	৩	১০০০	৩৬০০০
	মোট	১৭		১৬৪৪০০

২.২.৩ বিআরডিবি

০১) বিআরডিবি, ইউসিসিএ'র আওতাভূক্ত ঃ-

(ক) ইউনিয়নের সংখ্যা- ১৫ টি
(খ) গ্রামের সংখ্যা- ২০২ টি
(গ) পরিবার সংখ্যা- ২৯,৫৩৭ টি
(ঘ) মোট জনসংখ্যা- ১,৭৬,৭১০ জন।

০২)মূল কর্মসূচির তথ্যাবলী ঃ-

(ক) কৃষক সমবায় সমিতির সংখ্যা- ৪১৬ টি
(খ) সদস্য সংখ্যা- ২৭,৮৭৪ জন
(গ) শেয়ার আমানত- ২৮,৯২,০০০/- টাকা
(ঘ) সঞ্চয় আমানত- ২৬,৭১,০০০/- টাকা ।

০৩)মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ (মউ) এর তথ্যাবলী ঃ-

ক) মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা- ৪৮ টি
(খ) সদস্য সংখ্যা-১,৫৩৬ জন
(গ) শেয়ার আমানত- ৫,০৭,০০০/- টাকা
(ঘ) সঞ্চয় আমানত- ১২,৯৪,০০০/- টাকা ।

০৪)সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) এর তথ্যাবলী ঃ-

(ক) দলের সংখ্যা- ৬০ টি (খ) সদস্য সংখ্যা- ১,৮৮৫ জন
(গ) সঞ্চয় আমানত- ৬,৭৬,০০০/- টাকা ।

৫)পলস্নী প্রগতি প্রকল্পের তথ্যাবলী ঃ-

(ক) দলের সংখ্যা- ১২ টি (খ) সদস্য সংখ্যা- ৫৪৭ জন
(গ) সঞ্চয় আমানত- ১,৮৩,০০০/- টাকা ।

৬) অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিড়্গণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচির তথ্যাবলী ঃ-

(ক) প্রশিড়্গণ সদস্য সংখ্যা-১৬০ জন (খ) ঋণী সদস্য সংখ্যা- ৯৪ জন ।

৭) অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরড়্গণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচির তথ্যাবলী ঃ-

(ক) দলের সংখ্যা- ৩০ টি (খ) সদস্য সংখ্যা- ৭২৩ জন
(গ) সঞ্চয় আমানত- ১,৪৫,০০০/- টাকা ।

৮)ব্যাংকে স্থায়ী আমানতের বিবরণঃ-

সর্বমোট- ১,৯৪,৬৬,৪০৭/- টাকা
(ক) মূল কর্মসূচি- ১,৬০,৭৫,০০/- টাকা (খ) মউ- ১৮,২২,৪০৭/- টাকা
(গ) সদাবিক- ৫,৭০,০০০/- টাকা (ঘ) পলস্নী প্রগতি প্রকল্প- ৩,০০,০০০/- টাকা
(ঙ) ইউটিইউ- ৭,০০,০০০/- টাকা)।

৯) সেচ যন্ত্রের বিবরণ ঃ-

(ক) বিতরণকৃত সেচ যন্ত্র ঃ-
(১) মোট বিতরণকৃত গভীর নলকূপের সংখ্যা- ২৯২ টি
(২) মোট বিতরণকৃত অগভীর নলকূপের সংখ্যা- ৮৮ টি
(৩) মোট বিতরণকৃত পাওয়ার পাম্পের সংখ্যা- ১৫৫ টি
(৪) মোট বিতরণকৃত হস্তচালিত নলকূপের সংখ্যা- ১৪৯টি

(খ) মওকূফ সুবিধা প্রাপ্ত সেচ যন্ত্রের বিবরণ ঃ-
(১) গভীর নলকূপের সংখ্যা- ২৮০ টি
(২) অগভীর নলকূপের সংখ্যা- ৩১ টি
(৩) পাওয়ার পাম্পের সংখ্যা- ৭৮ টি
(৪) হস্তচালিত নলকূপের সংখ্যা- ১২৫ টি

(গ) মওকূফ সুবিধা বঞ্চিত সেচ যন্ত্রের বিবরণ ঃ-
(১) গভীর নলকূপের সংখ্যা- ১২ টি
(২) অগভীর নলকূপের সংখ্যা- ৫৭ টি

(৩) পাওয়ার পাম্পের সংখ্যা- ৭৭ টি
(৪) হস্তচালিত নলকূপের সংখ্যা-২৪ টি

১০) সেচ সম্প্রাসারণ কর্মসূচি ঃ-

(ক) ০৯ টি নলকুপ মেরামত করা হয়েছে
(খ) অচল ০৬ টি নলকুপ সহ ৮৮ টি আংশিক মেরামত যোগ্য নলকুপ'র প্রাক্কলন সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

১১)মওকূফ প্রাপ্ত সুদের বিবরণ ঃ-

(ক) স্বল্প মেয়াদী (শস্য)- ২,০০,৯৭,০০০/- টাকা
(খ) মেয়াদী সেচ যন্ত্র- ৯,৬০,৮৫,০০০/- টাকা

১২)অবকাঠামোর বিবরণ ঃ-

(ক) পলস্নী ভবন- ০১ টি (অতিরিক্ত অংশসহ)
(খ) ইউটিইউ ভবন- ০১ টি (মেরামতযোগ্য)
(গ) জোড়াবাড়ি- ০৩ টি (পলাশ, শাপলা ও ব্রক্ষপুত্র)
(ঘ) গুদাম ঘর- ০২ টি (৪০০ টন-০১ টি ও ২০০ টন- ০১টি মেরামতযোগ্য)
(ঙ) প্রশিড়্গণ হল রম্নম- ০১ টি (মেরামতযোগ্য)
(চ) দোকান ঘর- ০৯ টি
(ছ) পরিত্যক্ত বাড়ি- ০২ টি (গুদাম সংলগ্ন)
(জ) মূল কর্মসূচির নিজস্ব ক্রয়কৃত জায়গা ০.৭৩ শতাংশ (গুদাম, পরিত্যক্ত বাড়ি ও দোকান ঘর)

২.২.৪ কৃষি

ক্রঃ নং	বিবরণ	পরিমাণ
১.	মোট জমির পরিমান	১৬৩২০ হেক্টর
২.	মোট চাষযোগ্য জমির পরিমান	১২১৮৩ হেক্টর
৩.	স্থায়ি পতিত	২৫০ হেক্টর
৪.	বর্তমান পতিত	১৮০০হেক্টর
৫.	নীট ফসলী জমি	১১১৬০হেক্টর
৬.	মোট ফসলী জমি	১৮০৮০ হেক্টর
৭.	শষ্য নিবিরতা	১৫০%
৮.	এক ফসলী জমি	৫১৫০ হেক্টর
৯.	দুই ফসলী জমি	৫১০০হেক্টর
১০.	তিন ফসলী জমি	৯১০ হেক্টর
১১.	গভির নলকুপ	০ টি
১২.	অগভির নলকুপ	নাই
১৩.	পাওয়ার পাম্প সংখ্যা	১২৫০
১৪.	খাদ্য চাহিদা	২৯৭৯৬ মেঃ টন
১৫.	বস্নক	১৮

২.২.৫ উপজেলা শিক্ষা অফিস

০১। আওয়াতাভুক্ত এলাকাঃ
ইউনিয়ন-০৬ টি
০২। মোট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা-৭২
০৩। ক্লাষ্টার সংখ্যা-০৪ টি

অফিস জনবল

পদের নাম	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শুন্য পদ
উপজেলা শিক্ষা অফিসার	০১	০১	০
সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার	০৯	০১	০৮
উচ্চমান সহকারী	০১	০	০১
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	০২	০	০২
হিসাব সহকারী	০১	০১	০
অফিস সহায়ক	০১	০	০১

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

০১। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৭২ টি
০২। শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-০ টি
০৩। কিন্ডার গার্টেন বিদ্যালয় -১৫ টি

পদের নাম	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শুন্য পদ
প্রধান শিক্ষক	৭২	৫৪	১৮
সহকারী শিক্ষক	৩৬৯	৩১০	৫৯
দপ্তরী কাম প্রহরী	৫৬	৫০	০৬

শিশু জরিপ ২০১৮

বয়স	বালক	বালিকা	মোট
৫ +	৭৫৬	৭৯১	১৫৪৭
৬+	১১২১	১১৯৮	২৩১৯
৭+	১০৬৭	১১০১	২১৬৮
৮+	১২৭৫	১৩১৯	২৫৯৪
৯+	১২৮৯	১৩৮১	২৬৭০
১০+	১২৫৭	১৩০১	২৫৫৮
মোট	৬৭৬৫	৭০৯১	১৩৮৫৬

ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা

শ্রেণি	বালক	বালিকা	মোট
প্রাক প্রাথমিক	৭১৩	৭৪১	১৪৫৪
১ম শ্রেণি	১০৭৫	১১৬৩	২২৩৮
২য় শ্রেণি	১০৪১	১০৮৩	২১২৪
৩য় শ্রেণি	১২৩৯	১২৯০	২৫২৯
৪র্থ শ্রেণি	১২১২	১৩১২	২৫২৪
৫ম শ্রেণি	১২২০	১২৭০	২৪৯০
মোট	৬৫০০	৬৮৫৯	১৩৩৫৯

ভর্তির হার ৯৮% ।

২.২.৬ মৎস্য সংক্রান্ত

এক নজরে মৎস্য বিষয়ক তথ্যাদিঃ

ক্র.নং	ডবষয়	বিবরণ/সংখ্যা
১	আয়তন	---------
২	লোক সংখ্যা	-------
৩	মৎস্য চাষীর সংখ্যা	৩২৩৮ জন
৪	মৎস্যজীবির সংখ্যা	১৫০০০ জন
	মৎস্য খাদ্য কারখানা	
৫	বরফকল	০১ টি
৬	মৎস্য আড়ৎ সংখ্যা	৪ টি
৭	সরকারী হ্যাচারীর সংখ্যা	নাই
.৮	বেসরকারী হ্যাচারীর সংখ্যা (নিবন্ধিত)	নাই
৯	জেলের সংখ্যা	৭৫০০ জন
১০	নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা	৩৫০০ জন
১১	আইডি কার্ড বিতরণ	৩০৫৫ টি
১২	মৎস্য খাদ্য বিক্রেতা (পাইকারী)	নাই
১৩	মৎস্য খাদ্য বিক্রেতা (খুচরা)	০৯ টি
১৪	পোনা ব্যবসায়ী	নাই
১৫	পোনার চাহিদা	৩০.০০ লক্ষ
১৬	পোনার উৎপাদন	২.৫০ লক্ষ
১৭	রেনু উৎপাদন	নাই
১৮	মোট মাছের চাহিদা	৪০১৫.০০ মে.টন
১৯	মোট মাছ উৎপাদন	৪৩৯১.০০ মে.টন
২০	উদ্বৃত্ত মাছের পরিমান	৩৭৬ মে.টন

মৎস্য খামার ও উন্মুক্ত জলাশয় সম্পর্কিত তথ্যাদিঃ

ক্র.নং	জলাশয়ের ধরণ	সংখ্যা	আয়তন (হেক্টর)	উৎপাদন (মেঃটনঃ)
১	বানিজ্যিক পুকুর	২১	১৭.৪৯	৫৬.৫০ মে.টন
২	অবানিজ্যিক পুকুর	৩২৩৮	২৬৭.৪১	৭২৬.৫০ মে.টন
৩	মোট পুকুর	৩২৫০	২৮৪.৯০	৭৮৩.০০ মে.টন
৪	নদী	৩	৯০০.০০	৯০০.০০ মে.টন
৫	বিল/জলমহাল	৪১	৯৩৮.১৫	১৩৯০.০০ মে.টন
৬	পস্নাবন ভুমি	২০	৩৯২.০০	৪৮৫.০০ মে.টন
৭	বর্ষা পস্নাবিত ধানড়োত	৩০	৫০.০০	৫০.০০ মে.টন
	মোট	৬৬০৩	২৮৪৯.৯৫	৪৩৯১.০০ মে.টন

২.২.৭ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স ০১ টি
কমিউনিটি ক্লিনিক ১৪ টি
ইউনিয়ন সাব সেন্টার (স্থাপনা বিহীন) ০ টি
ইউনিয়ন সাব সেন্টার (আরডি) ২ টি

জনবল কাঠামোঃ

উপজেলা	মেডিকেল অফিসার			জুনিয়র কনসালট্যান্ট			সিনিয়র স্টাফ নার্স			৩য় শ্রেনী			৪র্থ শ্রেনী		
	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স	২	২	০	৪	২জন পদের বিপরীতে ১ জন ঢাকায় প্রেষণে ঢাকায় কর্মরত	২	২৫	১৫	১০	৭৩	৪০	৩৩	১৮	৬	১২
উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র	২	২	০	০	০	০	২মিডওয়াইফ	২মিডওয়াইফ	০	৪	২	২	২	২	০

ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র	৪	৩	১	০	০	০	০	০	০	৪	০	৪	০	০	০

২.২.৮ মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতাধীন রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে পরিচালিত চলমান কর্মসূচীগুলো ৬টি গুচ্ছে বিভক্তঃ

* মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থান
* দারিদ্র বিমোচন কর্মসংস্থান সৃষ্টি
* আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামজিক সুরড়্গা
* প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাবাদী ও সেবা প্রদান
* সচেতনতা বৃদ্ধি এবং
* জেন্ডার সমতামূলক কার্যক্রম

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কাযার্লয় ও কর্মসূচী সমূহ ঃ

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ০৭ টি শাখার মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়।

এছাড়া নানাবিধ উ্ন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সেবা সমূহ বিস্তৃত।

কর্মসূচীর ধরন অনুযায়ী প্রকল্পগুলো ৪টি গুচ্ছে বিভক্তঃ

* খাদ্য সহায়তা ও দারিদ্র বিমোচন
* নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ
*সেবাদান মূলক
*মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মূল কাজ সমূহঃ

- নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতার লড়্গ্যে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল(MDG)ও দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্রের (PRSP) আলোকে রাজস্ব ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহন ও বাস্তবায়ন
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যেমে নারী উন্নয়নে গৃহীত সরকারী/বেসরকারী উদ্যোগ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।

- বৃত্তিমূলক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষাণের মাধ্যেমে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা করা।
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যেমে উন্নয়ন কার্য়ক্রম গতিশীল করা।
- দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা,প্রশিক্ষান প্রদান এবং আয়বর্ধক কর্মসূচীতে অংশ্রগ্রহনের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নসহ দারিদ্র বিমোচনের ব্যবস্থা করা।
- দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচী
- দুঃস্থ মহিলা, অসহায় ও দরিদ্র গর্ভবতী মা'র জন্য ২ বছর মেয়াদী মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা। ভাতার পরিমান প্রতিমাসে = ৫০০/-করে।
- পৌরসভার কর্মজীবি মায়েদের জন্য ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল ভাতা প্রদান করা। ভাতার পরিমান প্রতিমাসে=৫০০/- করে। মোট ভাতাভোগীর সংখ্যা=৪০০ জন।
- বিভিন্ন বৃত্তিমূলক পেশায় পশিক্ষানপ্রাপ্ত বিত্তহীন ও দরিদ্র মহিলাদের উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋন প্রদান করা।
- নারীর প্রতি সহীংসতা রোধসহ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন করা।
- নির্যাতিত নারী ও শিশুদের আইনগত সহায়তা প্রদানসহ্ এসিডদগ্ধ নারীদের আশ্রয় ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।
- নিযাতিত,দুঃস্থ নারী ও শিশুদের সাময়িক আশ্রয়সহ আর্থিক সাহায্য প্রদান করা।
- নারী ও শিশু পাচাররোধে জনসচেনতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ কার্যক্রম গ্রহন করা
- মহিলা ও শিশু কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আশ্রয়ের পাশাপাশি সকল প্রকার শারিরীক ও মানসিক চিকিৎসাসহ প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তাপ প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- কর্মজীবী ও শ্রমজীবী মায়েদের শিশুদের জন্য ঢাকাসহ সকল বিভাগীয় শহরে দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা করা।
- বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র"অঙ্গন্" এর মাধ্যমে দুঃস্থ নারী সংগঠন ও নারী উদ্যেক্তাদের উৎপাদিত হস্থশিল্প ও বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রদর্শন ও বাজারজাতরকরণে সহায়তা করা।
- সেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন সমূহের নিবন্ধন,নিয়ন্ত্রন,ও তদারকীসহ সংগঠন সমূহকে বাৎসরিক অনুদান প্রদান করা।
- নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতা স্থাপনে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও CEDAW সনদ বাস্তবায়ন সহ বিভিন্ন জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় এর জনবলঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
০১	ফাহিমা খানম	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
০২	রোমানা আক্তার	অফিস সহকারী

সমিতিঃস্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি

রেজিষ্ট্রেশনভুক্ত মোট সমিতি সংখ্যা ঃ ১৯ টি

১. চালু সমিতির সংখ্যা ঃ ০৯টি
২. নিষ্ক্রিয় সমিতির সংখ্যা ঃ ১০টি
৩. ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অনুদান প্রাপ্ত সমিতির সংখ্যা ঃ০৫টি
৪. মোট অনুদানের পরিমান ঃ ১,০৫,০০০/-
৫. মোট বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের সংখ্যা (২০১৭-১৮) অর্থ বছরে ২১ টি।
৬. নারী ও শিশু নির্যান প্রতিরোধ মামলার সংখ্যা ঃ ১৫টি।
৭. উঠান বৈঠক ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ঃ ২৪ টি।

২.২.৯ ভূমি ও রাজস্ব

মৌজা	১৪২ টি
ইউনিয়ন ভূমি অফিস	১৫ টি
পৌর ভূমি অফিস	০১ টি
মোট খাস জমি	১৬৯০.৬১ একর
কৃষি	১৬৭.৩৯ একর
অকৃষি	১৫২৩.২২ একর
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি	১৪.৭১ একর (কৃষি)
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী)	সাধারণ=৩৮,৬০,২৮০/- সংস্থা = ১,৮৮,০৪,৭৪৭/-
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়)	সাধারণ=২৭,৩১২/- জুলাই মাসে আদায় সংস্থা = জুলাই মাসে আদায় নেই
হাট-বাজারের সংখ্যা	৩৪ টি

২.২.১০ যোগাযোগ

পাকা রাস্তা	১৪৭.০০ কিঃমিঃ
অর্ধ পাকা রাস্তা	৮.০০ কিঃমিঃ
কাঁচা রাস্তা	৩৩৪ কিঃমিঃ
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা	৪৬৬ টি
নদীর সংখ্যা	০২ টি

২.২.১১ পরিবার পরিকল্পনা

ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ()	১১ টি
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক	০৪ টি
এম.সি.এইচ. ইউনিট	০৪ টি
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা	৮৭,০৮০ জন
বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা	৬৮,১১৪ জন

২.২.১২ প্রাণি সম্পদ

উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র	০১ টি
পশু ডাক্তারের সংখ্যা	০২ জন
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র	০১ টি
পয়েন্টের সংখ্যা	০৩ টি
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা	১১ টি
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধে ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার	অসংখ্য
গবাদিও পশুর খামার	২২ টি
ব্রয়লার মুরগীর খামার	৯৬ টি

২.২.১৩ সমবায়

কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ	০১ টি
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ	০২ টি
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ	১৫ টি
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ	১০৯ টি
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৩৭ টি
যুব সমবায় সমিতি লিঃ	১১ টি
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি	০৫ টি
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ	১২০ টি
পুরন্নষ বিত্তহীন সমবায়সমিতি লিঃ	০৬ টি
মহিলা বিত্তহীন সমবায়সমিতি লিঃ	০৭ টি
ক্ষুদ্র ব্যবসায়া সমবায় সমিতি লিঃ	০২ টি
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ	০৫ টি
চালক সমবায় সমিতি	৩ টি

২.২.১৪ মাধ্যমিক শিড়্গা অফিস

উপজেলা মাধ্যমিক শিড়্গা অফিস'র জনবল কাঠামো:

ক্রঃনং	পদেও নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শুন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১	উপজেলা মাধ্যমিক শিড়্গা অফিসার	১	১	--	
২	সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিড়্গা অফিসার	১	০	১	
৩	উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার	১	১	--	
৪	হিসাব রড়্গক	১	১	--	
৫	অফিস সহকারী/ডাটাএন্ট্রি অপারেটর			--	
৬	অফিস সহায়ক	১	১	--	
৭	গার্ড	--	--	--	
	মোট =			--	

তৃতীয় অধ্যায়

উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত ধারণা

৩.১ পরিকল্পনা কি

কোন দেশের ভবিষ্যত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সম্ভাবনা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সিদ্ধান্ত গম্খহণ ও কার্যক্রম প্রণয়নের সনাতন প্রক্রিয়া হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা। এর মাধ্যমে দেশের রম্নপকল্প লাভ করা সম্ভব হয় যার মাধ্যমে সরকার দেশ ও জনসাধারণের জন্য লড়্গ্য নির্ধারণ করতে পারে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে কোন দেশের সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন লড়্গ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য এশটি মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা। এ ব্যতীত সরকারের পড়্গে রম্নপকল্পের আলোকে কার্যকরভাবে দড়্গতার সাথে উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ এবং আর্থিক বরাদ্দ ও মানব সম্পদ নিয়োজিত করা সম্ভব নয়।

একই সাথে, জনগণকে অবশ্যই পরিকল্পনা প্রণয়ণে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং এই প্রক্রিয়ায় তারাও পরিকল্পনার লড়্গ্য অর্জনে উম্নদ্ধ হবে। এভাবে জনসাধারণ আউটপুট মনিটরিং এবং ফলাফল ও প্রভাব মূল্যায়নে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন।

বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা পরবর্তি সময়ে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয় এবং এশটি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক এশটি দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা ‘প্রেড়্গিত পরিকল্পনা’ (২০১০-১১ হতে ২০২০-২১) এবং মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা ‘সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা’ প্রণীত হয়েছে। সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে: ক) জিডিপি প্রবৃদ্ধি উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ও দ্রম্নত দারিদ্র হ্রাস; খ) উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি নাগরিকের সম্পৃক্ততা ও সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য নাগরিক ড়্গমতায়নের জন্য এশটি বৃহত্তর আঙ্গিকের কৌশল নির্ধারণ; এবং গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় এশটি টেশসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া নির্মাণ, প্রাকৃতিক সম্পদেও টেশসই ব্যবহার, অনিবার্য নগরায়নের সফল ব্যবস্থাপনা। এয়াড়াও, ২০১৫ সালে সহস্রাব্দ লড়্গ্যমাত্রার প্রতিটি ড়্গেত্রে উলেস্নখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করায় বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লড়্গ্যমাত্রা অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছে এবং এশটি মধ্যম আয়ের দেশে রম্নপান্তরের লড়্গ্য নির্ধারণ করেছে।

৩.২ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকারের পরিকল্পনা বিদ্যমান রয়েছে। জাতীয় ও অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা নিচে উলেস্নখ করা হলো।

৩.২.১ জাতীয় পরিকল্পনাসমহ

জাতীয় পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে রয়েছে ১) পরিপ্রেড়্গিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ ২) সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০; এবং ৩) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কতপড়্গ হিসেবে পরিকল্পনা কমিশন এর দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের ধারণা, প্রত্যাশা ও রাজনৈতিক লড়্গ্যসমূহকে সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে প্রতিফলন ঘানো এবং এগুলোকে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা। পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদন করা।

৩.২.২ খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে কোন এশটি নির্দিষ্ট খাতের জন্য বিস্তৃত পরিসরের পরিকল্পনা যেমন; কৃষি, মৎস্য, শিড়্গা ও যোগাযোগ ইত্যাদি। কোন এশটি নির্দিষ্ট খাতের সঠিক ও টেশসই পদ্ধতিতে উন্নয়নের জন্য উপ-খাত ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

উপজেলা পর্যায়ে সাধারণত সংশিস্নষ্ট বিভিন্ন এনবিডি-এর নিজস্ব খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা থাকে যা (১) এ উলিস্নখিত জাতীয় পরিকল্পনা অনুসাওে প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। যেমন; যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে বাংলাদেশ সড়ক মাস্টার পস্নান (আরএমপি) ২০০৭, যেখানে নতুন সড়ক নির্মানের বিস্তারিত ভৌত কাঠামোগত পরিকল্পনা প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের জন্য, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১০ হচ্ছে খাত ভিত্তিক পরিকল্পনার এশটি উদাহরণ। জাতীয় পশু সম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালায় পশু সম্পদ খাতের বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রদান করেছে। উক্ত খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রণীত হয়ে থাকে এবং এর জন্য সরকারের পড়্গা থেকে কোন একক নির্দেশিকা সরবরাহ করা হয় না। এ ধরনের খাতওয়ারি উন্নয়ন পরিকল্পনা জাতীয় পরিকল্পনা ও সংশিস্নষ্ট অন্যান্য পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৩.২.৩ উপজেলা পর্যায়ের পরিকল্পনাসমূহ

উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদা, অগ্রাধিকার, সড়্গমতা ও সম্পদেও প্রাপ্যতা বিবেচনা কওেউপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলায় কর্মরত এনবিডিসমূহের চাহিদাও অগ্রাধিকারের প্রতিফলন থাকা বাঞ্ছনীয়। এসব প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ও একীভূত পরিকল্পনাই উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা হওয়া দরকার। উক্ত পরিকল্পনায় জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহের প্রতিফলন থাকতে হবে এবং স্থানীয় বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে জাতীয় ও খাতওয়ারি লড়্গ্য অর্জনে ভূমিকা রাখতে হবে।

- *উপজেলা পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা*

পঞ্চ-বার্ষিক প্ররিকল্পনা উপজেলা পরিষদেও এশটি মধ্যম মেয়াদেও পরিকল্পনা। উক্ত পরিকল্পনাটি সমন্বিত প্রকৃতির (comprehensive) হওয়া উচিৎ এবং এর মধ্যে সংশিস্নষ্ট সকলের যেমন; ইউনিয়ন, পৌরসভা, এনবিডি, এনজিও ও ব্যক্তিখাতের প্রস্তাবনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিৎ। উক্ত পরিকল্পায় ভিশন, উদ্দেশ্যসমুহ,উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ, অগ্রাধিকার প্রকল্প/স্কিম এবং সময়াবদ্ধ বাস্তবায়নসূচী থাকতে হবে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে কওে এা জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং উহাতে অবদান রাখতে পারে।

- *উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা*

উপজেলা পরিষদেও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে উপজেলার বার্ষিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা। এতে প্রকল্প, প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয়, তহবিলের উৎস, বাস্তবায়ন কৌশল, বাস্তবায়নকারি সংস্থা, পরীবিড়্গণ পদ্ধতি (monitoring mechanism) ও সংশিস্নষ্ট অন্যান্য তথ্য বিস্তারিতভাবে উলেস্নখ থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদিত পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক বিভাজন হওয়া বাঞ্চনীয়।

৩.২.৪ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম-প্রবাহ ও সময়সূচি

এলজিডি'র নির্দেশিকা[১] অনুসাওে উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত পরিকল্পনা অনুসাওে সকল উন্নয়ন প্রকল্প (স্কিম) গ্রহন করতে হবে।

সাধারণভাবে উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় রেখে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেঃ

- **পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত মধ্যম-মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল**
- **বিদ্যমান পরিস্থিতি (জরম্নরী এবং/ বা গুরম্নত্বপূর্ণ)**
- **বিদ্যমান অগ্রাধিকার প্রকল্প ও স্কিম**
- **আর্থিক সম্পদেও প্রাপ্যতা এবং**
- **প্রকল্প বাস্তবায়নের কারিগরি সড়্গামতা**

যেহেতু পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার অভিষ্ট লড়্গ্য অর্জনে সবচেয়ে গুরম্নত্বপূর্ণ মাধ্যম তাই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত হতে হবে।

প্রতি উপজেলার অর্থ বছর অর্থাৎ ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দিষ্ট সময়কাল। সে কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া প্রতি বছর এপ্রিল মাসে উদ্যোগ গস্খহণ কওে জুন মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে।

৩.২.৫ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রণয়ন প্রক্রিয়া নিচের চিত্র ১ এ উপস্থাপন করা হলো।

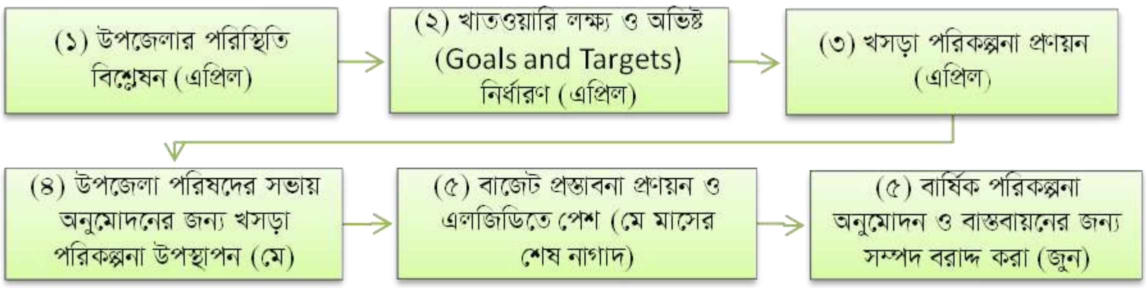

চিত্র ১ঃ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছে। একইসাথে প্রত্যেক ধাপের জন্য প্রয়োজনীয় সময় সম্পর্কেও আলোচনা করেছে এবং বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশিস্নষ্ট সকলকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ কররছে। উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তার জন্য এশটি কারিগরি কমিটিও গঠন করে। বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়ার সুপারিশকৃত ফরম্যাট নিম্নে এ প্রদর্শন করা হলোঃ

পরিকল্পনার ফরম্যাট

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশিস্নষ্ট কার্যাবলীর তালিকা	দায়িত্বশীল ব্যক্তি	স্থান	সময়সীমা	পদ্ধতি
সংশিস্নষ্ট মহলের সাথে পরামর্শ	বিভিন্ন সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ইউপি, ইউডিসিসি ও ওয়ার্ড সভা	ফেব্রম্নয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা
তথ্য, পরিকল্পনার প্রস্তাবনা সংগ্রহ	উপজেলা কমিটি, টিজিপি	ইউপি, ইউডিসিসি ও সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ফেব্রম্নয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	দলীলপত্র সংগ্রহ
সম্পদ বিবরণী হালনাগাদ করা	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	মার্চ মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ সন্নিবেশন	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ যাচাই-বাছাই	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা/ বিশেস্নষন
খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা চড়ান্ত করা	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	আলোচনা/ বিশেস্নষন
উপজেলা পরিষদে খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা পেশ করা	উপজেলা কমিটি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	খসড়া পরিকল্পনা

চতুর্থ অধ্যায়
উপজেলার সম্পদ বিবরনী

উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে লভ্য সম্পদঃ

জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প	শিল্প/বাণিজ্যিক উদ্যোগ	অন্যান্য প্রকল্প
উপজেলায় জাতীয় প্রকল্পসমূহ	উপজেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ	শিল্প/বাণিজ্যিক প্রকল্পসমূহ ব্যাংকিং/ঋণ কর্মসূচি	সংসদ সদস্যের অগ্রাধিকার প্রকল্প এনজিওসমূহের প্রকল্প সিএসও'র প্রকল্পসমূহ
জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের প্রকল্প	জেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ		
সরকারি বিভাগসমূহের ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রকল্প	পৌরসভার প্রকল্পসমূহ		
	ইউনিয়ন পরিষদের প্রকল্পসমূহ		

উপজেলার সম্পদ বিবরণীর সার-সংক্ষেপঃ

	অর্থায়নের উৎস	বার্ষিক গড় বরাদ্দ
১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মঞ্জুরি	
২	বিশেষ কর্মসূচির মঞ্জুরি	
৩	স্থানীয়ভাবে আহোরিত সম্পদ	
৪	উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য জাতায় প্রকল্প বাবদ এনবিডিসমূহের বাজেট	
৫	উপজেলায় সংসদ সদস্যের প্রকল্প	
৬	জাতীয় প্রকল্পঃ ইউজিডিপি (UGDP) এলজিএসপি (LGSP)	
৭	এনজিও/ সিএসও প্রকল্প	
৮	ব্যক্তিখাতের প্রকল্প	

পঞ্চম অধ্যায়
অবস্থা বিশেস্নষন, রম্নপকল্প ও লড়্গ্য নির্ধারন

বার্ষিক পরিকল্পনারলড়্গ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ

বার্ষিক পরিকল্পনার লড়্গ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ করা উপজেলার জন্য অত্যন্ত গুরম্নত্বপূর্ণ, কারন এটি-

- উপজেলার স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন কৌশল যা সংশিস্নষ্ট অংশীজনের সাথে বিনিময় করা সম্ভব হয়
- বার্ষিক পরিকল্পনায় কোন কোন প্রকল্পকে অর্থায়ন করা হবে তার সরাসরি নির্দেশনা দেয়
- বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীড়্গণ ও মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদনের (monitoring and reporting) স্পষ্ট সূচক বের করে।

পরিস্থিতি বিশেস্নষনের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ তার রূপকল্প, খাতওয়ারি লড়্গ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করে যাতে করে উক্ত বছরে চিহ্নিত সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। উপজেলার জন্য বার্ষিক পরিকল্পনার লড়্গ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারনের ড়্গেত্রে রূপকল্প বিবরণী ও পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারি লড়্গ্যমাত্রা নির্দেশনা প্রদান করে। বার্ষিক পরিকল্পনার উলিস্নখিত লড়্গ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট অনুসারে অগ্রাধিকার প্রকল্প/ স্কিম নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

উন্নয়ন পরিকল্পনার ড়্গেত্রে রূপকল্প একটি অত্যন্ত গুরম্নত্বপূর্ণ বিষয়। পরিকল্পনা হচ্ছে বিদ্যমান সমস্যা ও বিষয়সমূহকে বিবেচনা করার ও ভবিষ্যত প্রয়োজন ও চাহিদা নিধারণের একটি প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিগতভাবে সবচেয়ে কার্যকর উপায় চিহ্নিত করে সমাধানের মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করা। লড়্গ্য (goals), উদ্দেশ্য (objectives) ও অভিষ্ট(targets) নির্ধারনের একটি মানসম্মত ফরম্যাট সারণী ৫ এ প্রদান করা হলো।

উপজেলার এসডবিস্নউওটি (SWOT) বিশেস্নষন

উপজেলা পরিষদে বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদানসমূহ বিশেস্নষনের মাধ্যমে পরিস্থিতি বিশেস্নষন করা হয়েছে। নিম্নেব উপজেলার প্রাতিষ্ঠানিক সড়্গামতা (strength), দুর্বলতা (weakness), সুযোগ (opportunity) এবং প্রতিবন্ধকতা (threat) - এসডবিস্নউওটি - চিহ্নিত করা হয়েছে। এটিকে বিবেচনায় নিয়ে করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং খাতওয়ারি উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা, সম্ভাব্য প্রভাব চিহ্নিত করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নির্ধারনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সহায়ক	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ড়্গতিকর
অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য	সড়্গামতার দিক (Strength)	দুর্বলতার দিক (Weakness)
	বস্তুগত (যান্ত্রিক) সম্পদ ও দক্ষ জনবল	পরিকল্পনা প্রণয়নে মতামত প্রদানের সুযোগ সীমিত
	জনপ্রতিনিধিদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ	সকল খাতের প্রতি সমগুরম্নত্ব না দিয়ে নির্দ্দিষ্ট কিছু খাত যেমন- ভৌত অবকাঠামো ও অনুন্নয়ন খাতে অত্যধিক গুরম্নত্ব দেয়া
	উন্নয়ন বান্ধব সরকারী নীতি	পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরী জ্ঞানের স্বল্পতা ও দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা নেয়ার মানসিকতা না থাকা
	পরিষদের আয় ণ্মাগত বৃদ্ধি পাওয়া	যথাসময়ে অর্থ ছাড়ের নিশ্চয়তা না থাকা
বাহ্যিক পরিবেশগত বৈশিষ্ট	সুযোগের দিক (Opportunities)	প্রতিকূলতা/ঝুঁকির দিক (Threat)
	উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনসাধারনের অংশগ্রহণ ও উৎসাহ	দলীয় রাজনৈতিক চাপ ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল
	যুগপযোগী/আধুনিক উন্নয়ন বিষয়ক মানসিকতা	প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের ড়্গোত্রে সেবা গ্রহনে অনিহা ও দীর্ঘসূত্রিতা
	আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	প্রকল্প বাস্তবায়নে গুনগতমান রড়্গায় দূর্বল দৃষ্টিভঙ্গি ও সরকারী ণ্য় প্রণ্যিায় অস্বচ্ছতা

৫.১ অবস্থা বিশেস্নষন

খাত	সমস্যাসমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক, চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	১ বছর পর পরিস্থিতির পূর্বাভাস	সুযোগ/ ঝুঁকি
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণ			
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা	সকল ইউনিয়ন	৮০০ কিমি	বাজেটের স্বল্পতা	২৫ কিমি রাস্তা নির্মান ও সংস্কার হচ্ছে	২৫০ কিমি রাস্তা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় আসবে	প্রতি বছর রড়্গাণাবেড়্গানের জন্য বাজেট বরাদ্ব রাখতে হবে
জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ	সমন্বিত নিরাপদ পানি সরবরাহ ও সুয়েরেজ ব্যবস্থা নেই	পুরো উপজেলা	৩০০ কিমি	বাজেটের স্বল্পতা ও উদ্দোগের অভাব	১০ টিগভীর টিউবেউল স্থাপন করা হচ্ছে	৩০০ লোক নিরাপদ পানি পাবে	প্রতি বছর রড়্গাণাবেড়্গানের জন্য বাজেট এবং নতুন নতুন বরাদ্ব রাখতে হবে
শিড়্গা	শিড়্গার্থীদের ঝরে পড়া ও মাধ্যমিক স্কুলে মাল্টি মিডিয়া শ্রেনী কড়্গোর অভাব	সকল ইউনিয়ন ও ৭৫ টি মাধ্যমিক স্কুলে	৫০০০ শিড়্গার্থী সরাসরি ড়্গাতিগ্রস্থ	সচেতনতা এবং বাজেট ও ব্যবস্থাপনার অভাব	টিফিন বক্স বিতরণ এবং ১০ টি স্কুলে মাল্টি মিডিয়া উপযোগী শ্রেনী কড়্গা তৈরী হচ্ছে	৫০ টি স্কুলে উপস্থিতি বারবে এবং ১০ টি মাধ্যমিক স্কুলে মাল্টি মিডিয়া উপযোগী শ্রেনী কড়্গোর মাধ্যমে পাঠদান করানো যাবে	সংশিষ্ট দপ্তর ও উপজেলা পরিষদকে বাজেট বরাদ্ব রাখতে হবে (প্রতি বছর)
কৃষি ও সেচ	নিরাপদ খাদ্য শস্য উৎপাদনে সচেতনতার অভাব, অপরিকল্পিত ভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানি সেচ	পুরো উপজেলা	হাজার হাজার কৃষক এ সব সমস্যা মোকাবেলা করছে	সচেতনতা, জ্ঞান ও প্রশিড়্গানের অভাব	সচেতনতা বৃদ্ধিতে১০ টি ব্যাচের প্রশিড়্গান হয়েছে এবং চলমান আছে	৫০০০ জন কৃষক সচেতন হবে এবং পরিকল্পিত সেচ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে সড়্গম হবে	কৃষি অফিসকে নিয়মিত তত্ত্বাবধান করতে হবে

	হিসেবে ব্যবহার, কৃষি উপকরণ (বীজ, সার ও কীৎনাশক) এর অদড়্গা ব্যবহার						
মৎস্য ও পানি সম্পদ	মাছ চাষে পানির গুনগত মান বজায় না রাখা, সঠিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার অভাব ও বাজারজাতকরণে চ্যানেলের দুর্বলতা	পুরো উপজেলা	হাজার হাজার চাষী এ সমস্যা সমুহ মোকাবেলা করছে	সচেতনতা, জ্ঞ্যান ও প্রশিড়্গানের অভাব	চাষী পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা, প্রশিড়্গান ও প্রদর্শনী চলমান আছে এবং চলবে	৫০০ জন চাষী সচেতন হবে এবং পানির গুনগত মান বজায় রেখে মৎস্য উৎপাদনে সড়্গাম হবে	মৎস্য অফিসকে নিয়মিত তত্ত্বাবধান করতে হবে
মহিলা ও শিশু	বাল্য বিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন	পুরো উপজেলা	মহিলা ও শিশুরা এ সমস্যায় আছে	সচেতনতা, নিরাপত্তা ও আইনি প্রয়োগের অভাব	মহিলা ও শিশুদের মাঝে সচেতনতামূলক সভা, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ও আইনের কঠোর প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে	১২০০ মহিলা ও শিশু এর সুফল পাবে	মহিলা বিষয়ক কার্যালয়কে উদ্দোগ নিতে হবে

৫.২ রূপকল্প

অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিক মান সম্মত শিক্ষা,স্বাস্থ্য ও কৃষি ভিত্তিক সেবা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে গফরগাঁও উপজেলার জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন।

৫.৩ সেক্টর ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ

নং	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	উদ্দেশ্য	বার্ষিক পরিমাপযোগ্য অভিষ্ট
১	পর্যাপ্ত বাজেটের ব্যবস্থা করা	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	১। বাজেট বরাদ্দ বাড়ানোর প্রস্তাব করা ২। রাজস্ব আয় বাড়ানোর উদ্দোগ নেয়া	১। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হবে ২। উপজেরার আয় বাড়বে
	ঠিকাদারদের কাজের দীর্ঘ সুত্রিতা কমানো		১। ঠিকাদারদের নিয়ে সচেতনতামূলক সভা করা ২। নিয়মিত কাজের তদারকি করা	১। সচেতনতা বৃদ্বি পাবে ২। কাজে গতি আসবে ৩। সময়মত কাজ শেষ হবে
	কাজের গুণগত মান বজায় রাখা		১। কাজের গুণগত মানের উপর ঠিকাদার ও লেবারদের প্রশিক্ষানের ব্যবস্থা করা ২। লেবারদের সঠিক মজুরী দেয়া	১। মান সম্পন্ন কাজ হবে ২। উৎসাহের সংগে কাজ করবে
২	সমন্বিত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা	জনস্বাস্থ্য, স্যানিটারী ও নিরাপদ পানি সরবরাহ	১। পৌর এলাকায় সমন্বিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উদ্দোগ গ্রহণ ২। কমিউনিটি ভিত্তিক নিরাপদ পানির উৎস তৈরী করা	১। পৌর এলাকায় ৩৫০টি স্টক হোল্ডার তৈরী হবে ২। ১৫টি ইউনিয়নে একটি করে কমিউনিটি ভিত্তিক নিরাপদ পানির উৎস তৈরী হবে
	টেকসই সুয়ারেজ লাইন তৈরী করা		১। সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরী করা ২। কমিউনিটি ভিত্তিক সুয়ারেজ সিস্টেম তৈরী ও মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা	১। পৌর এলাকায় ২ কি.মি. প্রাইমারী ড্রেনেজ সিস্টেম তৈরী হবে ২। ৬০টি কমিউনিটি ভিত্তিক স্বল্প ব্যয়ের সুয়ারেজ সিস্টেম তৈরী হবে
৩	শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমিয়ে আনা	শিক্ষা	১। সচেতনতা বৃদ্ধি ২। বিদ্যালয়ে অভিভাবক সমাবেশ ৩। অভিভাবকদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ	১। সকল ছাত্র-ছাত্রীদেও মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি হবে ২। ৫০০ আভিভাবক সমাবেশ হবে ৩। ২৫০০ পরিবারে যোগাযোগ হবে
			১। মিড ডে চালুকরণ	১। ২৩৯ টি স্কুলে মিড ডে চালু

			২। নিয়মিত খাবারের মান পযবেড়্গান	২। ২৩৯ টি স্কুলে খাবারের মান পযবেড়্গান
৪	মাছ চাষে পানির গুনগত মান বজায় রেখে উত্তম মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা চর্চা	মৎস্য	১। প্রশিড়্গান ২। কীট বক্স বিতরণ ৩। ফলাফল প্রদর্শন	১। ২০০ জন চাষী ২। ৫০০ চাষী তার পুকুরের পানি পরীড়্গা করতে সড়্গাম হবে ৩। ১০০ জন নতুন চাষী উদ্বুদ্ধ হবে
	মাছের সুষম বৃদ্ধি নিশ্চিত করা		১। প্রশিড়্গান ২। ফলাফল প্রদর্শন	১। ১৫০ জন চাষী প্রশিড়্গান পাবে ২। ১২০ জন চাষী উপকৃত হবে
	বাজার ব্যস্থাপনা উন্নত করা		১। প্রশিড়্গানের মাধ্যমে সমবায়ী ধ্যান ধারনা তৈরী করা ২। সমবায় ভিত্তিক পরিবহন ও ল্যান্ডিং ব্যবস্থা চালুকরণ	১। ৫০০ জন চাষী উপকৃত হবে ২। ৬০০ জন চাষী উপকৃত হবে
৫	নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, পরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থাপনা চালু, কীট নাশকের ব্যবহার কমানো	কৃষি ও সেচ	১। সচেতনতা বৃদ্ধিতে কৃষক প্রশিড়্গাণ ১৬ ব্যাচ (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন কৃষক) ২। পোকা মাকড় দমনে জৈবিক ও যান্ত্রিক দমন ব্যবহার ৩। কৃষকদের মাঝে প্রদর্শনী উপকরণ বিতরণ।	১। বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন ২। ৪৮০ জন কৃষক প্রশিড়্গিত হবে। ৩। প্রদর্শনী দেখে ২০০০ জন কৃষক সচেতন হবে।
৬	বাল্য বিবাহের হার কমিয়ে আনা	মহিলা ও শিশু	১। সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক ২। বিদ্যালয় পর্যায়ে বিগ্রেড গঠন ৩। আইনী সহায়তা দেয়া	১। ১,২০০জন উপকৃত হবে ২। ৯৯ টি স্কুলে ব্রিগেড গঠিত হবে ৩। ২৪ জন সহায়তা পাবে
	নারী ও শিশু নির্যাতনের হার কমিয়ে আনা		১। সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক ২। অভিযোগ গ্রহন ও নিস্পত্তিকরন ৩। আইনী সহায়তা	১। ১০০ টি উঠান বৈঠক ২। ২৪টি অভিযোগ নিস্পত্তি ৩। ৮ জনকে আইনী সহায়তা

ষষ্ঠ অধ্যায়
উন্নয়ন কার্যক্রম

৬.১ উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম

জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংড়িপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা জেলা/ (উপজেলা/ ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প	পলস্নী উন্নয়ন ও সমবায়	একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পের লড়্যা হলো নিজস্ব পুজি বব্যবস্থাপনায় প্রান্তিক পর্যায়ে স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দরীদ্র জনগোষ্ঠির জীবিকায়ন নিশ্চিত কওে দারিদ্র নিরসন ও টেকসই উন্নয়ন।১ লড়া গ্রাম সমিতি গঠনের মাধ্যমে ৬০ লড়া দরিদ্র পরিবারকে এর সুবিধা দেয়া হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৪ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত
আশ্রায়ন প্রকল্প	সমাজ কল্যাণ	দেশের ভুমিহীন দরীদ্র পরিবারকে আশ্রয় দেয়া ও তাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ করে দেয়াই এ প্রকল্পের লড়্যা। গফরগাঁও উপজেলা এ পর্যন্ত ৩টি আশ্রায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২৪০ টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	২ টি ইউনিয়ন	চলমান
এলজিএসপিপ্রকল্প	জাতীয় প্রকল্প	ইউএনডিপি এর অর্থায়নে ইউনিয়ন সমুহের গভর্নেন্স এবং অবকাঠামো উন্নয়ন করা এ প্রকল্পের অন্যতম কাজ।	সকল ইউনিয়ন	৫ বছর

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা জেলা/ (উপজেলা/ ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ
ইউজিডিপিপ্রকল্প	জাতীয় প্রকল্প	জাইকার অর্থায়নে স্থানীয় সরকার, পলস্নী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ এর আওতায় উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকলটি ২০০টি উপজেলায় ৫ বছরের জন্য বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো সরকারী সেবা সমুহ জনগনের দোর গোড়ায় পৌচ্ছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং উপজেলায় পরিষদের বিভিন্ন কর্মকান্ডে তহবিল হস্তান্তর। যার ফলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে।	৪৯১ টি উপজেলা	ডিসেম্বর, ২০১৬ হইতে ডিসেম্বর, ২০২৪

বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রম

উপজেলা শিড়্গা অফিস

উপবৃত্তি প্রকল্প

সুবিধাভোগী শিড়্গার্থী			সুবিধাভোগী পরিবার				মোট
বালক	বালিকা	মোট	১ম সন্তান	২য় সন্তান	৩য় সন্তান	৪র্থ সন্তান	
২৩৪৪৬	২৪৫২৪	৪৭৯৭০	৩৩৮৩৪	৬০৭৫	৫১৮	১০৮	৪০৫৩৫

চলমান প্রকল্পঃ

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	পরিমাণ	অগ্রগতী
০১	টিফিন বক্র বিতরণ প্রকল্প	ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা- ২৪৭৩৯	টিফিন বক্র বিতরণ- ২১০২৮
০২	শহীদ মিনার নির্মান প্রকল্প	বিদ্যালয় সংখ্যা- ২৩৮	১৮০ টি
০৩	স্লিপ প্রকল্প	বিদ্যালয় সংখ্যা- ২৩৮	২৩৮ টি

সমাজসেবা

০১ প্রকল্পভূক্ত ইউনিয়নের সংখ্যা ০৬ টি

০২ প্রকল্পভূক্ত গ্রামের সংখ্যা ৭১ টি

০৩ জনবল কাঠামোঃ

নং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শুন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	১	১	০	
২	সহকারী সমাজসেবা অফিসার	১	১	০	
৩	ফিল্ড সুপার ভাইজার				
৪	উচ্চমান সহকারী যুক্ত হিঃ রড়্গাক	১	০	১	
৫	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	০	১	
৬	ইউনিয়ন সমাজ সেবকর্মী	৭	১	৬	
৭	কারিগরী প্রশিড়্গাণ	৩	১	২	
৮	অফিস সহায়ক	১	০	১	
	নিরাপত্তা কর্মী	১	০	১	

	বার্তাবাহক	১	১	০	
মোট		১৭	০৫	১২	

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীঃ

নং	বিবরণ	ভাতাভোগীর সংখ্যা		মোট
		নিয়মিত	২০২২-২৩ অতিরিক্ত	
১	বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা	৩,৭১১ জন	০ জন	৩,৭১১ জন
২	বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতাভোগীর সংখ্যা	১৪১১ জন	০ জন	১৪১১ জন
৩	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা	১২৫৬ জন		১২৫৬ জন
৪	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতাভোগীর সংখ্যা	০ জন	০ জন	০ জন
৫	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির সংখ্যা	৮২ জন	০ জন	৮২ জন
৬	হিজড়া ভাতা	০ জন	০ জন	০ জন
৭	দলিত/হরিজন/বেদে সম্প্রদায়	১৭ জন	০ জন	১৭ জন

নিবন্ধীকৃত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাঃ

ক্যাপিটেশন গ্রান্ড প্রাপ্ত এতিম খানার সংখ্যা	০ টি		
নিবন্ধীকৃত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সংখ্যা	৬২ টি		
অনুদান প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দেয় অনুদান	০৩ টি		

রোগী কল্যাণ সমিতিঃ

ক্র: নং	বিবরণ	কার্যক্রম	এ পর্যন্ত উপকৃতের সংখ্যা	মন্তব্য
১	উপজেলা রোগী কল্যাণ সমিতি, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স বালাগঞ্জ, সিলেট।	শুধু হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ,চশমা,ক্রেচ এবং অন্যান্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।	৫৪৯	

মোট জরিপকৃত প্রতিবন্ধী সংখ্যাঃ

পুরম্নষ	১৯১
মহিলা	২৮০
শিশু	৭৮
মোট	৫৪৯

প্রতিবন্ধী শিড়্গা উপবৃত্তি ঃ

ক্রঃ নং	স্তর	জন	মাসিক হার	বৎসরে মোট টাকা
১	প্রথমিক স্তর	৬২	৭৫০	৫৫৮০০০
২	মাধ্যমিক স্তর	১৭	৮০০	১৬৩২০০
৩	উচ্ছ মাধ্যমিক স্তর	৩	৯০০	৩২৪০০
	উচ্ছতর স্তর	০		
	মোট	৮২		৭৫৩৬০০

দলিত/হরিজন শিড়্গা উপবৃত্তিঃ

ক্রঃ নং	স্তর	জন	মাসিক হার	বৎসরে মোট টাকা
১	প্রথমিক স্তর	৫	৭০০	৪২০০০
২	মাধ্যমিক স্তর	৯	৮০০	৮৬৪০০
৩	উচ্ছ মাধ্যমিক স্তর	৩	১০০০	৩৬০০০
	মোট	১৭		১৬৪৪০০

আর এস,এস কার্যক্রম ঃ

ক্রঃ নং	খাতের নাম	প্রাপ্ত বরাদ্ধ	বিনিয়োগকৃত অর্থ	আদায় যোগ্য অর্থ	আদায়কৃত অর্থ	অনাদায়ী অর্থ	আদায়ের হার
১	আর এস,এস,(১-৬) পর্ব	১৩৬৭৪০০	১৩৬৭৪০০	১৫০৪১৪০	৯৯৮০০৮	৫০৬১৩২	৬৬%
২	সুদমুক্ত ঋণ তহবিল	৭৯৫০০০০	৭৯৫০০০০	৮২৯২৫৭০	৩০৯৮৯২০	৫১৯৩৬৫০	৩৭%
সর্বমোট		৯৩১৭৪০০	৯৩১৭৪০০	৯৭৯৬৭১০	৪০৯৬৯২৮	৫৬৯৯৭৮২	৪১.৮২%

দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পূনবার্সন কার্যক্রমঃ

ক্রঃ নং	খাতের নাম	প্রাপ্ত বরাদ্ধ	বিনিয়োগকৃত অর্থ	আদায় যোগ্য অর্থ	আদায়কৃত অর্থ	অনাদায়ী অর্থ	আদায়ের হার
১	এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনবার্সন ঋণ কার্যক্রম	৬৫০৭৭৭	৬২১০০০	৫৯০৪৫০	২৭০৩৭৫	৩২০৭৫	৪৫.৭৯ %

বিআরডিবি

ঋণ কার্যক্রম (লড়্গা টাকায়) ঃ-

ক্রঃ নং	বিবরণ	প্রাপ্ত তহবিল	ঋণ বিতরণ	আদায় যোগ্য	আদায়	আদায়ের হার%	খেলাপী/বকেয়া
০১	স্বল্প মেয়াদী (শস্য) ঋণ	৪৫৫.০২	৪৫১.৯৭	৪২৬.৭৭	৩৬০.৫৪	৮৪%	৯১.৪৩
০২	মেয়াদী (সেচ যন্ত্র)	২৩৪.১৯	২৩৪.১৯	২৩৪.১৯	২১৭.১১	৯৩%	১৭.০৮
০৩	মউ	ব্যাংক-১৯৬.৫৯ নিজস্ব-১৭.০২	১৯৬.৫৯ ১৭.০২	১৭৬.৫৯ ১৪.০২	১৭৬.৪২ ১৩.৬৩	৯৯% ৯৭%	২০.১৭ ৩.৩৯
০৪	আবর্তক (কৃষি)	১৪.০৯	৮৫.৮৬	৭৬.০৬	৭০.৫৬	৯৩%	১৫.৩০
০৫	সদাবিক	৬৬.০০	১৮০.১৬	১৬৪.২১	১১১.৪৬	৬৮%	৬৮.৭০
০৬	পলস্নী প্রগতি প্রকল্প	১৭.০০	৪৩.৭৭	৩৬.৪১	২৭.৬৮	৭৬%	১৬.০৯
০৭	অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা	১৭.৯৯	২৯.৭৫	২২.৫৩	১২.৭১	৫৬%	১৬.৪৪
০৮	অপ্রধান শস্য উৎপাদন	২.৩৭	২.৩৭	২.৩৭	২.৩৭	১০০%	--
০৯	পজীপ	১১৯.৫৮	৩১০.০০	২৩২.৯৪	২২২.২৯	৯৫%	৮৭.৭১
	মোট=	১১৩৯.৮৫	১৫৯১.৬৪	১৩৮৬.০৯	১২১৪.৭৭	৮৮%	৩৩৬.৩১

<u>অংশীদ্বারিত্ব মূলক পলস্নী উন্নয়ন প্রকল্প-২ (পিআরডিপি-২) তথ্যাবলী ঃ-</u>

(ক) প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়নের সংখ্যা-০২ টি (খ) গ্রাম সংখ্যা- ২৪ টি
(গ) ইউসিসি স্কীম- ০৬ টি (ঘ) জিসি স্কীম- ২৪ টি
(ঙ) ইউসিসি গঠন- ০২ টি (চ) ইউসিসিএম- ২৪ টি।
(ছ) গ্রাম কমিটি গঠন- ১৬ টি (জ) গ্রাম কমিটির সভা- ২৫০ টি
(ঝ) প্রশিড়্গণ ব্যাচ- ১৮৫ টি (ঞ) সুবিধাভোগী- ২৫,১২০ জন।

<u>অংশীদ্বারিত্ব মূলক পলস্নী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (পিআরডিপি-৩) এর তথ্যাবলী ঃ-</u>

(ক) প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়রেন সংখ্যা-০৪ টি (খ) গ্রাম সংখ্যা-২৬ টি
(গ) ভিডিসি স্কীম- ১৯ টি (ঘ) ইউসিসি গঠন- ০৪ টি
(ঙ) ইউসিসিএম- ৬৬ টি (চ) গ্রাম কমিটি গঠন- ২৬ টি
(ছ) গ্রাম কমিটির সভা- ২৪৪ টি (জ) প্রশিড়্গণ ব্যাচ- ৩৭ টি
(ঝ) সুবিধাভোগী- ১৫,৭৫০ জন।

<u>পলস্নী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ) এর তথ্যাবলী ঃ-</u>

(ক) বিত্তহীন মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা- ৮৪ টি
(খ) সদস্য সংখ্যা-২,০১২ জন (গ) শেয়ার আমানত- ৫,২০,০০০/- টাকা
(ঘ) সঞ্চয় আমানত-২৫,৪০,০০০/- টাকা ।

<u>মহিলা বিষয়ক কার্যালয়</u>

মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ড়্গুদ্র ঋণ বিতরনঃ

১. এ পর্যন্ত মোট তহবিল = ১০,৬১,৯৬৬/-
২. ঘূর্ণায়মান তহবিল = ২৮,১১,৯৯৯/-
৩. মোট ঋণ গ্রহীতা = ২৭৬জন

বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ঃ

১. বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের উপর জনসচেতনতা সৃষ্টির লড়্গ্যে উঠান বৈঠক।
২. বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের সংখ্যাঃ ৩১ টি।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ঃ

১. উঠান বৈঠক ঃ ৬০ টি।
২. অভিযোগ প্রাপ্তির সংখ্যা ঃ ২১টি।
৩. মিমাংসার সংখ্যা ঃ ১৬ টি।
৪. আইনী সহায়তার সংখ্যা ঃ ৫টি।

৬.১ উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা

এডিপি ২০২১-২২ অর্থ বছরে এডিপি খাতে বাস্তবায়নের জন্য স্কীম সমূহ ।

১নং পূর্ব পৈলনপুর ইউনিয়ন

	স্কীমের নাম	প্রাক্কলন মূল্য	খাত	বাস্তবায়নের ধরন
	পূর্ব পৈলণপুর ইউনিয়নের খসরম্নপুর জিসি পৈলণপুর রাস্তা হতে ইউনিয়ন পরিষদ অভিমুখ হয়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ কমপেস্নক্স পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন।	৪০০০০০.০০	যোগাযোগ	দরপত্র
	কিত্তেজালালপুর গ্রামের জয়নাল মিয়ার বাড়ি নিকট হতে আতাই মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার পার্শ্বে ড্রেন নির্মাণ।	২০০০০০.০০	কৃষি ও সেচ	পিআইসি
	কমিউনিটি ক্লিনিকের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ।	২০০০০০.০০	স্বাস্থ্য	দরপত্র (সিঃ)
	পূর্ব ইছাপুর কুশিয়ারা ডাইক হতে সাবুল মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং।	১০০০০০.০০	যোগাযোগ	দরপত্র (সিঃ)
	ফাজিলপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসায় গ্রন্থাগার নির্মাণ।	১৫০০০০.০০	শিড়্গা	দরপত্র (সিঃ)
	পূর্ব পৈলনপুর ইউনিয়নে বালাগঞ্জ এর শুরম্নতে শীতল পাটির মুরাল নির্মাণ।	২০০০০০.০০	যুব,ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	পিআইসি
	গালিমপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে য় বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযোদ্ধা কর্ণার নির্মাণ।	১৫০০০০.০০	যুব,ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	দরপত্র (সিঃ)

২নং বোয়ালজুর ইউনিয়ন

	বোয়ালজুর ইউনিয়ন-ভুরবুরিয়া মসজিদরাস্তায় দিঘির খালে কালভার্ট নির্মাণ।	২০০০০০.০০	যোগাযোগ	পিআইসি
	গোয়ালাবাজার বালাগঞ্জ রাস্তা হতে - ওয়েছ মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	২০০০০০.০০	যোগাযোগ	পিআইসি
	কালিবাড়ি বাজারের পুকুরের উত্তর পাড়ে গাইড ওয়াল নির্মাণ ও উন্নয়ন।	২০০০০০.০০	কৃষি ও সেচ	পিআইসি
	মনোহরপুর পাকা রাস্তা হইতে গৌরীবৈদ্য গং দেব বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করন।	২০০০০০.০০	যোগাযোগ	দরপত্র (সিঃ)

	নশিওরপুর ও মোবারকপুর কমিউনিটি ক্লিনিকের অসম্পূর্ন বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ।	১৫০০০০.০০	স্বাস্থ্য	দরপত্র (সিঃ)
	চান্দাইরপাড়া সুন্নিয়া হাফিজিয়া ফাজিল মাদ্রাসায়গ্রন্থাগার নির্মাণ।	১৫১৩৮০.০০	শিক্ষা	দরপত্র (সিঃ)
	চান্দাইরপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযোদ্ধা কর্ণার নির্মাণ।	১৫০০০০.০০	যুব,ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	দরপত্র (সিঃ)
	কালীগঞ্জ মাকড়সী রাস্তায় বিরিঙ্গার বন্দে কালভার্ট নির্মান।	১০০০০০.০০	কৃষি ও সেচ	দরপত্র (সিঃ)

৩নং দেওয়ানবাজার ইউনিয়ন

	মোহাম্মদপুর পাকা রাস্তা হতে আব্দুল লতিফ মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন।	২০০০০০.০০	যোগাযোগ	পিআইসি
	নশিওরপুর আব্দুল আজিজ এর বাড়ি দক্ষিণে মসজিদের পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ।	২০০০০০.০০	যোগাযোগ	দরপত্র (সিঃ)
	গয়াসপুর লামানারা মানিক মিয়ার বাড়ির পূর্ব পার্শ্বে ড্রেন কালভার্ট নির্মাণ।	২০০০০০.০০	কৃষি ও সেচ	দরপত্র (সিঃ)
	বাগা ডাইয়া বিলের পশ্চিম হতে হরমানী পর্যন্ত কৃষি জমির পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ।	২০০০০০.০০	কৃষি ও সেচ	দরপত্র (সিঃ)
	বড়জামাত গ্রামের মোস্তফা মিয়ার বাড়ীর পাশের গোপাটের উপর কালভার্ট নির্মান।	১৫০০০০.০০	কৃষি ও সেচ	দরপত্র (সিঃ)
	মাদার বাজার-মাদ্রাসা বাজার পাকা রাস্তা হতে শিওরখাল নেছর মিয়া সাবেক মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করন।	২০০০০০.০০	যোগাযোগ	দরপত্র (সিঃ)
	কলুমা কমিউনিটি ক্লিনিকের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ।	১৫০০০০.০০	স্বাস্থ্য	দরপত্র (সিঃ)
	মাদ্রাসা বাজারে ডাস্টবিন নির্মাণ।	৪০০০০.০০	স্বাস্থ্য	দরপত্র (সিঃ)
	দেওয়ান আব্দুর রহিম উচ্চ বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার নির্মাণ।	১৫১০০০.০০	শিক্ষা	দরপত্র (সিঃ)
	মাদার বাজার মাদ্রাসা বাজার রাস্তা হতে হাজিপুর আব্দুল মালেক সাহেবের বাড়ির রাস্তা সিসি করন।	৩০০০০০.০০	যোগাযোগ	দরপত্র (সিঃ)
	মাদ্রাসা বাজার মুরার বাজার আনোয়ারপুর গ্রাম্য রাস্তা হতে আহবাবুর রহমান মিলন সাহেবের বাড়ির রাস্তা	৩০০০০০.০০	যোগাযোগ	দরপত্র (সিঃ)

	সিসি করন।			
	সিলেট- সুলতানপুর জঐউ রোডে বালাগঞ্জ এর শুরম্নতে শীতল পাটির মুরাল নির্মাণ	২০০০০০.০০	যুব,ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	পিআইসি
	গহরপুর আব্দুল মতিন একাডেমীতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযোদ্ধা কর্ণার নির্মাণ।	১৫০০০০.০০	যুব,ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	দরপত্র (সিঃ)

৪নং পশ্চিম গৌরীপুর ইউনিয়ন

	হরিস্যাম মখদ্দছ আলীর বাড়ির সম্মুখের পানি নিস্কাশনের পুরাতন ড্রেনের মুখ হতে পশ্চিম দিকে পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ।	২০০০০০.০০	কৃষি ও সেচ	পিআইসি
	দড়্গিণ আজিজপুর গেদা মিয়ার বাড়ির সম্মুখ হতে নেছার মিয়ার বাড়ির দড়্গিণ পর্যন্ত রাস্তায় আরসিসি ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন।	২০০০০০.০০	যোগাযোগ	দরপত্র (সিঃ)
	হরিশ্যাম ফরিদ মিয়ার বাড়ির সম্মুখ হইতে দাড়্গিণ দিকের রাস্তায় আর.সি.সি ঢালাই।	২০০০০০.০০	যোগাযোগ	দরপত্র (সিঃ)
	বাংলা বাজারে এ ওয়াশবস্নক নির্মাণ।	৪০০০০০.০০	জনস্বাস্থ্য	দরপত্র (সিঃ)
	গৌরীপুর কমিউনিটি ক্লিনিকের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ।	১৫০০০০.০০	স্বাস্থ্য	দরপত্র (সিঃ)
	আজিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার নির্মাণ।	১৫১০০০.০০	শিড়্গা	দরপত্র (সিঃ)
	বাংলাবাজার উচ্চ বিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযোদ্ধা কর্ণার নির্মাণ।	১৫০০০০.০০	যুব,ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	দরপত্র (সিঃ)

৫নং বালাগঞ্জ সদর ইউনিয়ন

	রাধাকোনা গ্রামের আব্দুস সহিদ এর বাড়ির অভিমুখে রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	১০০০০০.০০	যোগাযোগ	দরপত্র (সিঃ)
	জরজরিয়া খালের উপর কালভার্ট নির্মাণ।	২০০০০০.০০	যোগাযোগ	পিআইসি
	ইলাশপুর বাজারের ভিতরের রাস্তা সিসি করন।	২০০০০০.০০	যোগাযোগ	পিআইসি
	প্রসন্নপুর রাস্তা হতে বুধু মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করন।	২০০০০০.০০	যোগাযোগ	দরপত্র (সিঃ)
	বোয়ালজুর ময়নাবাজার রাস্তা হতে বেড়াখাল আব্দুল মুসাব্বিরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করন।	২০০০০০.০০	যোগাযোগ	দরপত্র (সিঃ)

	রিফাতপুর রাস্তা হতে আব্দুল মান্নান ও জমসের মহরী গংদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করন ।	২০০০০০.০০	যোগাযোগ	দরপত্র (সিঃ)
	বালাগঞ্জ উপজেলয় দরিদ্র জেলেদের মঝে জাল বিতরণ।	১০০০০০.০০	মৎস	দরপত্র (সিঃ)
	বালাগঞ্জ উপজেলায় দরিদ্র মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ।	১০০০০০.০০	মহিলা ও শিশু কল্যাণ	পিআইসি
	বালাগঞ্জ উপজেলায় দরিদ্র মহিলাদের শীতল পাটি বুনন প্রশিড়্গাণ প্রদান ও উপকরণ বিতরণ।	১০০০০০.০০	মহিলা ও শিশু কল্যাণ	পিআইসি
	গোফকানু কমিউনিটি ক্লিনিকের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ।	২০০০০০.০০	স্বাস্থ্য	দরপত্র (সিঃ)
	কালিগঞ্জ বাজারে টয়লেট নির্মান।	৪০০০০০.০০	জনস্বাস্থ্য	দরপত্র (সিঃ)
	বালাগঞ্জ বাজারে ডাস্টবিন নির্মাণ।	৪০০০০.০০	স্বাস্থ্য	দরপত্র (সিঃ)
	বোয়ালজুর বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার নির্মাণ।	১৫১০০০.০০	শিড়্গা	দরপত্র (সিঃ)
	ব্র্যান্ডিং শীতল পাটি।	২০০০০০.০০	ড়্গুদ্র ও কুঠির শিল্প	পিআইসি
	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেস্নক্সে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযোদ্ধা কর্ণার নির্মাণ।	১৫০০০০.০০	যুব, ও ক্রীড়া	দরপত্র (সিঃ)
	বালাগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন ক্লাবে ক্রিড়া সামগ্রী বিতরণ।	১০০০০০.০০	যুব, ও ক্রীড়া	দরপত্র (সিঃ)

<u>৬নং পূর্ব গৌরীপুর ইউনিয়ন</u>

	কায়েস্তঘাট কাদির মিয়ার বাড়ির সামনের সিসি রাস্তা হতে কায়েস্তঘাট বাজার খেয়াঘাট পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন।	২০০০০০.০০	যোগাযোগ	পিআইসি
	পূর্ব গৌরীপুর ইউনিয়নে স্বাস্থ ও পরিবার কল্যানে অসম্পূর্ণ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	২০০০০০.০০	স্বাস্থ্য	দরপত্র (সিঃ)
	পূর্ব গৌরীপুর দারম্নস সুন্নাহ মাদ্রাসার পূর্ব পার্শ্বে রাস্তায় বক্স কালভার্ট নির্মান।	১০০০০০.০০	কৃষি ও সেচ	পিআইসি
	কায়েস্তঘাট খাজুর মিয়ার জমিনের সামনের রাস্তায় বক্স কালভার্ট নির্মান।	১০০০০০.০০	কৃষি ও সেচ	পিআইসি
	নতুন সুনামপুর গ্রামের পীরের বাড়ির সামন হইতে কচুয়ার পাড়ের রাস্তা পর্যন্ত গার্ড ওয়াল নির্মাণ।	২০০০০০.০০	যোগাযোগ	দরপত্র (এমসিঃ)

	পূর্বগৌরীপুর ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ডের পূর্ব মৈশাসী গ্রামের রাজন মিয়ার বাড়ীর সামনে ড্রেন নির্মান।	২০০০০০.০০	কৃষি ও সেচ	দরপত্র (সিঃ)
	কান্দিগাঁও সাহাবুদ্দিনের বাড়ির সামন হইতে পূর্ব মুসলিমাবাদ মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সিসি করন।	২০০০০০.০০	যোগাযোগ	দরপত্র (সিঃ)
	ওসমানীগঞ্জ বাজারে ওয়াশবস্নক নির্মাণ।	৪০০০০০.০০	জনস্বাস্থ্য	দরপত্র (সিঃ)
	টাহারবহর কমিউনিটি ক্লিনিকের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ।	১৫০০০০.০০	স্বাস্থ্য	দরপত্র (সিঃ)
	মৈশাসী অষ্টগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার নির্মাণ।	১৫১০০০.০০	শিড়্গা	দরপত্র (সিঃ)
	মুসলিমাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযোদ্ধা কর্ণার নির্মাণ।	১৫০০০০.০০	যুব,ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	দরপত্র (সিঃ)

সপ্তম অধ্যায়

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট

ফরম ক
(বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)
বাজেট সার-সংক্ষেপ

বিবরণ		পূর্ববতী বৎসরের প্রকৃত	চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট	পরবর্তী বৎসরের বাজেট
অংশ-১	রাজস্ব হিসাব	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
	রাজস্ব (প্রাপ্তি)) রাজস্ব অনুদান	১৪,৭৯,৮৭২.০০ ৪৯,৩৫,৫৫৮.৫২	১৪,৯৪,৬৭০.৭২ ৫৪,২৯,১১৪.৩৭২	১৬,৪৪,১৩৭.৭৯২ ৫৯,৭২,০২৫.৮০৯
	মোটপ্রাপ্তি	৬৪,১৫,৪৩০.৫২	৬৯,২৩,৭৮৪.৩৭	৭৬,১৬,১৬৩.৬০
	বাদ রাজস্ব ব্যয়	৬০,৩৭,৪৪২.০০	৬৬,৪১,১৮৬.২	৭৩,০৫,৩০৪.৮২
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (ক)	৭,৯৭,৯১৫.০০	৮,৭৭,৮৩০.০০	৯,৬৫,৬১৩.০০
অংশ-২	উন্নয়ন হিসাব			
	উন্নয়ন অনুদান	১,২৮,০৮,০০০.০০	১,৪০,৮৮,৮০০.০০	১,৫৪,৯৭,৬৮০.০০
	অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা(উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প)	১০,০০,০০০.০০	১,১০,০০,০০০.০০	১,২১,০০,০০০.০০
	মোট (খ)	১,৩৮,০৮,০০০.০০	১,৫০,৮৮,৮০০.০০	১,৭৫,৯৭,৬৮০.০০
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ)	১,৪১,৮৫,৯৮৮.৫২	১,৫৩,৭১,৩৯৮.১৭	১,৭৯,০৮,৫৩৮.৭৮
	বাদ উন্নয়ন ব্যয়	১,৩৮,০১,৮৩৮.০০	১,৫০,৮৮,৮০০.০০	১,৭৫,৯৭,৬৮০.০০
	সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	৩,৮৪,১৫০.০০	২,৮২,৫৯৮.১৭	৩,১০,৮৫৮.৭৮
	যোগ প্রারম্ভিব জের (১ জুলাই)			
	সমাপ্তি জের	৩,৮৪,১৫০.০০	২,৮২,৫৯৮.১৭	৩,১০,৮৫৮.৭৮

ফরম-খ
(বিধি-৩ এবং আইনের চতুর্থ তফসিল দ্রষ্টব্য)
বালাগঞ্জ উপজেলা পরিষদ বাজেট
রাজস্ব হিসাব
প্রাপ্ত আয়

অংশ-১

আয়			
প্রাপ্তির বিবরণ	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট ২০২১-২২	চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০২৩-২৪
উপজেলা পরিষদের হাট-বাজার খাত হতে আয়ের ৪১% অর্থ রাজস্ব প্রাপ্তি	১২,৬৫,২৭০.০০	১৩,৯১,৭৯৭.০০	১৫,২৮,৯৭৬.০০
উপজেলা পরিষদের বাসা বাড়ি হতে আয়	৭,৯৭,৯১৫.০০	৮,৭৭,৭০৬.০০	৯,৬৫,৬৭৭.০০
ভূমি উন্নয়ন করের ২%	১,২৩,৫২১.০০	১,৩৫,৮৭৩.০০	১,৪৯,৪৬০.০০
স্থাবর সম্পত্তির ১%	২৬,৫৬,৮৫২.০০	২৯,২২,৫৩৭.০০	৩২,১৪,৭৯১.০০
খাস আদায়	৯২,০০০.০০	১,০১,২০০.০০	১,১১,৩২০.০০
বিশেষ অনুদান			
প্রারম্ভিক জের	১৪,৭৯,৮৭২.০০	১৬,২৭,৮৫৯.০০	১৭,৯০,৬৪৫.০০
মোট	৬৪,১৫,৪৩০.০০	৭০,৫৬,৯৭২.০০	৭৭,৬০,৮৬৯.০০

অংশ-১
রাজস্ব হিসাব
ব্যয়

ব্যয়ের খাত	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট ২০২১-২২	চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০২৩-২৪
১। সাধারণ সংস্থান/প্রাতিষ্ঠানিক			
ক. সম্মানী/ভাতা	১১,২৮,০০০.০০	১১,২৮,০০০.০০	১১,২৮,০০০.০০
১. সম্মানী	-----	-----	-----
২. ভাতা	------	-----	-----
খ. কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন	-----	-----	-----
(১) পরিষদ কর্মচারী (মালি)	১,৯৪,২০০.০০	২,১৩,৬২০.০০	২,৩৪,৯৮২.০০
(২) দায়মুক্ত ব্যয়(সরকারী কর্মচারী সম্পর্কীত)	----	-----	-----
গ. অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়(পত্রিকা ও বিবিধ)	২৯,৯৪৭.০০	৩২,৯৭১.০০	৩৬,২৬৫.০০
ঘ. আনুতোষিক তহবিলের স্থানান্তর	-------	-----	-----
ঙ. যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী	৩,২২,৪৮৮.০০	৩,৫৪,৭৩৬.০০	৩,৯০,২১০.০০
২। কর আদায়ের জন্য ব্যয়	-----	----	----
৩। অন্যান্য ব্যয়	------	----	-----
ক. টেলিফোন	--------	----	-----
খ. বিদ্যুৎ বিল	৭৩,৫৬৩.০০	৮০,৯১৯.০০	৮৯,০১১.০০
গ. পৌর কর	-----	------	-----
ঘ. গ্যাস বিল	-----	-----	----
ঙ. পানির বিল	-----	-----	-----
চ. ভূমি উন্নয়ন কর	-----	-----	-----
ছ. আভ্যন্তরিন অডিট ব্যয় : (জামানত ফেরত)	-----	-----	-----
জ. মামলা খরচ	------	-----	----
ঝ. আপ্যায়ন ব্যয়	৩,৩৮,৬০০.০০	৩,৭২,৪৬০.০০	৪,০৯,৭০৬.০০
ঞ. রক্ষনাবেক্ষন এব ংসার্ভিসের জন্য ব্যয়	৭,৪০,৫৯৯.০০	৮,১৪,৬৫৮.০০	৮,৯৬,১২৪.০০
ট. অন্যান্য পরিশোধ যোগ্য কর/বিল	১৪,৭২,৬৬৩.০০	১৬,১৯,৯২৯.০০	১৭,৮১,৯২১.০০
ঠ. আনুষাঙ্গিক ব্যয়	৫৭,৫১০.০০	৬৩,২৬১.০০	৬৯,৫৭৮.০০
৪। কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেষ্টার, ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রন)	-----	-----	-----
৫। বৃক্ষ রোপন ও রক্ষনাবেক্ষন	-----	-----	-----
৬। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান :	-----	------	-----
ক. উপজেলা এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ক্লাব, আর্থিক অনুদান/বৃত্তি প্রদান	-----	-----	-----
খ. জীপ গাড়ীর ব্যয়	-----	-----	-----
৭। জাতীয় দিবস উদযাপন	২,০০,০০০.০০	১,১০,০০০.০০	১,২১,০০০.০০

৮। খেলাধুলা ও সংস্কৃতি	----	----	----
৯। জরুরী ত্রাণ	-----	-----	-----
১০। রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর	১৪,৭৯,৮৭২.০০	-----	-----
মোটব্যয় (রাজস্ব হিসাবে)	৬০,৩৭,৪৪২.০০	৪৭,৯০,৫৫৪.০০	৫১,৫৬,৭৯৭.০০

অংশ-২
উন্নয়নহিসাব
প্রাপ্তি

প্রাপ্তি			
প্রাপ্তিরবিবরণ	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট ২০২১-২২	চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০২৩-২৪
১। অনুদান (উন্নয়ন)			
ক. সরকার	১,২৮,০৮,০০০.০০	১,৪০,৮৮,৮০০.০০	১,৫৪,৯৭,৬৮০.০০
খ. অন্যান্য উৎস(উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প)	১০,০০,০০০.০০	১১,০০,০০০.০০	১২,১০,০০০.০০
২। স্বেচ্ছা প্রণোদিতচাঁদা			
৩। রাজস্ব উদ্বৃত	-----		
মোটপ্রাপ্তি (উন্নয়নহিসাব)	১,৩৮,০৮,০০০.০০	১,৫১,৮৮,৮০০.০০	১,৬৭,০৭,৬৮০.০০

অংশ-২
উন্নয়ন হিসাব
ব্যয়

ব্যয়			
ব্যয় বিবরণ	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট ২০২১-২২	চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০২৩-২৪
১। কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ	১৭,৫৪,০০০.০০	১৯,২৯,৪০০.০০	২১,২২,৩৪০.০০
২। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	২,০০,০০০.০০	২,২০,০০০.০০	২,৪২,০০০.০০
৩। ভৌত অবকাঠামো	৫৬,৪৪,৪৪৬.০০	৬২,০৮,৮৯০.০০	৬৮,২৯,৭৭৯.০০
৪। আর্থ- সমাজিক অবকঠামো	----		----
৫। যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	১৬,৫৮,০০০.০০	১৮,২৩,৮০০.০০	২০,০৬,১৮০.০০
৬। বিবিধ	--		----
৭।সেবা	----		----
৮। শিক্ষা	১১,০৫,৩৮০.০০	১২,১৫,৯১৮.০০	১৩,৩৭,৫০৯.০০
৯। জনস্বাস্থ্য	২৬,৪২,১৭৭.০০	২৯,০৬,৩৯৪.০০	৩১,৯৭,০৩৪.০০
১০। দারিদ্র-হ্রাসকরণঃ সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা	------		----
১১। পলস্নী উন্নয়ন ও সমবায়			
১২। মহিলাওশিশু উন্নয়ন	৩,৮৬,০০০.০০	৪,২৪,৬০০.০০	৬,৬৭,০৬০.০০
১৩। দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ	----		----
১৪। বিবিধঃ i) নারী উন্নয়ন ফোরাম	----		----
ii) অন্যান্য	১,৬৬,৮৩৫.০০	১,৮৩,৫১৮.০০	২,০১,৮৭০.০০
১৫। মৎস	২,৪৫,০০০.০০	২,৬৯,৫০০.০০	২,৯৬,৪৫০.০০
১৬। সমাপ্তি জের	----		----
মোট ব্যয় (উন্নয়ন)	----		----
সর্বমোট ব্যয় (উন্নয়ন)	১,৩৮,০১,৮৩৮.০০	১,৫১,৮২,০২১.০০	১,৬৯,০০,২২৩.০০

ফরম - গ
(বিধি-৫ দ্রষ্টব্য)
উপজেলাপরিষদেরনিয়মিতকর্মচারীদেরবিবরনী
অর্থ বৎসর : ২০২২-২৩ইং

বিভাগ শাখা	ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বেতনক্রম	মহার্ঘ ভাতা (যদি থাকে)	প্রদেয় ভবিষৎ তহবিল	অন্যান্য ভাতদি	মাসিক গড় অর্থের পরিমান	বাৎসরিক প্রা-ক্কলিত অর্থের পরিমান	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	১	মালি	১	দৈনিক মজুরী ভিত্তিক	-	-	-	-	১,৯৪,২০০.০০	
সর্বমোট									১,৯৪,২০০.০০	

অডিট রিপোর্ট ঃ

বালাগঞ্জ উপজেলা পরিষদে অডিট কার্যক্রম হয় নাই বিধায় অডিট রিপোর্ট নাই।

উপজেলা কার্যক্রম মনিটরিং ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি

উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ননের এবং সহস্রাব্দের উন্নয়ন লড়্যামাত্রা অর্জনে প্রকল্প এবং স্থানীয় চাহিদার আলোকে একং আর্থিক বিষয়ের সাথে সামঙ্গতারেখে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরম্ন হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তা চলমান রাখা হবে।কমিটির সুপারিশের আলোকে উপজেলা প্রকল্প বাছাই কমিটির মতামত গ্রহন করা হবে এবং সবশেষে উপজেলা পরিষদের মাসিক সভাই তা অনুমোদন হবে।উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়নে জন্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ,২০০৮ অনুসরন করা হবে। প্রকল্পের কাজ চলাকালে প্রতিটি প্রকল্প মনিটরিং করার জন্য একটি মনিটরিং টীম গঠন করা হয় এবং ভবিষ্যতে তা চলমান রাখা হবে। উক্ত মনিটরিং টীম সময়ে সময়ে সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করবে।এছাড়া প্রতিটি প্রকল্পস্থলে একটি পরিদর্শন বহি থাকবে সেখানে পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং এর সঙ্গে সংশিস্নষ্ট ব্যাক্তি পরিদর্শন পূর্বক মূল্যায়ন সম্পর্কে আলোচনা করে পরবর্তীতে করনীয় নির্ধারন করা হবে।

উপজেলা পরিষদের মাসিক সভা ঃ

সুশাসন

সুশাসন বর্তমান সময়ে অতি পরিচিত ও জনপ্রিয় একটি শব্দ। নিরপেড়্গ,স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ প্রশাসনই হচ্ছে সুশাসন।সুশাসন হলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার চর্চা ও জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা । এক কথায় আইনের শাষন প্রতিষ্ঠা ও জনকল্যাণ মূলক কাজ করা।সুশাষনের ফলে জনগন মালিকানা বোধ করে ও নাগরিক দায়িত্ববোধ সোচ্চার হয়। উপজেলা পরিষদকে একটি সেবামুখি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে রম্নপ দেয়ার জন্য সুশাসনের বিকল্প নাই।

উপজেলা পরিষদের মাসিক সভা ঃ জনগনের অংশগ্রহন মূলক শক্তিশালী ও জবাবদিহিতামূলক উপজেলা পরিষদ গঠনের লড়্গে নিয়মিত মাসিক সভা আয়োজন করা হয়। সুনির্দিষ্ট এজেন্ডা ভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সভা পরিচালনা করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রক্রিয়া শুরম্ন হয়েছে।সভার কার্যবিবরনী তৈরী করা এবং সংশিস্নষ্টদের নিকট নির্দিষ্ট সময়ে তা প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উন্মুক্ত বাজেট সভা ঃ উপজেলা পরিষদের বার্ষিক বাজেট জনগনের কাছে উন্মুক্ত করা প্রতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার একটি প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়ে জনগন তাদের আশা আকাঙ্খা কথা তুলে ধরতে পারে।তাই এটিকে অত্যান্ত যৌক্তিক ভিত্তিতে পরিষদের পরিকল্পনাভুক্ত করা হয়েছে।

স্থায়ী কমিটির সভা ঃ উপজেলা পরিষদ গঠনে কমিটির ভূমিকা খুবই গুরম্নত্বপূর্ন বালাগঞ্জ উপজেলা পরিষদের কমিটি সমূহ গঠিত হয়েছে এবং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।কমিটি উপজেলা পরিষদকে বিভিন্ন সুপারিশ ও পরামর্শ দান করার মাধ্যমে সক্রিয় রাখে।

উপজেলা নারী উন্নয়ন ফোরাম ঃ সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক উপজেলার নির্বাচিত মহিলা ভাইসচেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ইউনিয়ন পরিষদেও নির্বাচিত নারীদের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে ১১সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা নারী উন্নয়ন ফোরাম গঠন করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে উক্ত নারী উন্নয়ন ফোরাম তাদের একাধিক সভায় মিলিত হয়েছেন এবং নারীদের উন্নয়ন মূলক বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমে নিজেদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে নারী জনগনের কাজ করে যাচ্ছেন।

উপসংহার

উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। সে যে কোন উন্নয়নের জন্য চাই একটি বাস্তব ভিত্তিক পরিকল্পনা।আর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য চাই সত্যিকারের উদ্যোগ ও সঠিক কর্মকৌশল নির্ধারন।সেই সাথে চাই কাজের প্রতি ভালোবাসা ও জবাবদিহিতা । সর্বোপরি সকল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সত্যিকারের জনসেবার মানসিকতা । বর্তমান সরকার স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করণের মাধ্যমে উন্নয়নকে জনগনের দোড়গোড়ায় পৌছানো ।এ জন্য উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট উপজেলা পরিষদ গুলোকে বাস্তবমুখি পরিকল্পনা প্রণয়নে দড়্গতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে উপজেলার বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সেতু বন্ধন রচিত হবে বলে বিশ্বাস করা যাই। এজন্য

সকল শুভানুধ্যায়ী এবং জনসেবকদের মূল্যবান এবং আন্তরীক পরামর্শ বিশেষভাবে প্রয়োজন। সেইসাথে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সকল সরকারী,বেসরকারী এবং জনপ্রতিনিধিসহ সকল স্তরের জনগনের স্ততঃস্ফূর্ত অংশগ্রহন এবং সার্বিক সহযোগীতা একান্তভাবে প্রয়োজন।তবেই সফল হবে এই বার্ষিক পরিকল্পনার সকল স্বপ্ন ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করা।

বালাগঞ্জ উপজেলার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের নাম এবং মোবাইল নম্বর ঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর
০১	হাবিবুর রহমান হাবিব	মাননীয় ,সংসদ সদস্য,সিলেট-৩	
০২	মোঃ মোস্তাকুর রহমান	চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ,বালাগঞ্জ	
০৩	মোঃ সামস উদ্দিন সামস	ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ,বালাগঞ্জ	
০৪	সেবু আক্তার মনি	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ,বালাগঞ্জ	

বালাগঞ্জ উপজেলার কর্মকর্তাদের নাম,ও মোবাইল নাম্বার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর
১	রোজিনা আক্তার	উপজেলা নির্বাহি অফিসার	০৭১৩০৩৩১০৩০
২	সুমাইয়া ফেরদৌস	সহকারী কমিশনার ভূমি	০১৭৩০৩৩১০৫৩
৩	মোস্তাকীম শরীফ সাঈদ	উপজেলা প্রকৌশলী	০১৭০৮১৬১৬৮৫
৪	মোঃ সুমন মিয়া	উপজেলা কৃষি অফিসার	০১৭১৯৩৬৫২৯৪
৫	ডাঃ মোঃ কামরম্নল ইসলাম	উপজেলা প্রানি সম্পদ অফিসার	০১৭১১২৪০৭৮৬
৬	নির্মল চন্দ্র বণিক	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার	০১৭১১৪৪৪৯৭৭
৭	পলাশ চন্দ্র দেব	উপজেলা হিসাব রক্ষাণ অফিস	০১৭১৮২৫৬৭২৭
৮	মো: আব্দুর রকীব ভূইয়া	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	০১৭১১৩১২৮৩৫
৯	জুয়েল আহমদ	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	০১৩২৪২৩০৯৭৭
১০	ডা: হামিদা বেগম	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার	০১৭১১৩৯২২৭৮
১১	মুহম্মদ বজলুর রশিদ	উপজেলা মাধ্যমিক অফিসার	
১২	মো: আমিনুল হক সরকার	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার	০১৭৩৪২৭৮১৪৯
১৩	সোহরাব আহমেদ	উপজেলা নির্বাচন অফিসার	০১৫৫০০৪২৬৫৬
১৪	ফাহিমা খানম	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার	০১৭৩৩৭১৬৪৪০
১৫	মো: হামিম রানা	উপজেলা পলিস্ন উন্নয়ন অফিসার	০১৭১৩৫৭৫৪১২
১৬	উৎপল চক্রবর্তী	উপজেলা সমবায় অফিসার	০১৭১২২৬৪০৪১
১৭	লাকী রানী দে	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্তক	০১৭২০৫৩৩১১২
১৮	মোঃ কামরম্নল হোসেন	উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য	

বালাগঞ্জ উপজেলার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগনের নাম ও মোবাইল নাম্বার

ক্রমিক নং	নাম	ইউনিয়নের নাম	মোবাইল নম্বর
০১	আব্দুল মুনীম	বালাগঞ্জ	০১৭১৫০১২১২১
০২	শিহাব উদ্দিন	পূর্ব পৈলনপুর	০১৭১৫৭২১২১১
০৩	নাজমুল হাসান	দেওয়ানবাজার	০১৭১১৪৮৪৪৪৮
০৪	মোঃ আনহার মিয়া	বোয়ালজুর	০১৭১১৪৪৪৮৭১
০৫	আব্দুর রহমান	পশ্চিম গৌরীপুর	
০৬	মোঃ মুজিবুর রহমান	পূর্ব গৌরীপুর	০১৭১২০৫১২০৭

অষ্টম অধ্যায়
মনিটরিং ও মূল্যায়ন

৮.১ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য

উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ পূর্ণাঙ্গ করার জন্য তাদের একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল থাকবে, যার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ নিয়মিত ও পদ্ধতিগতভাবে প্রকল্প/ স্কিমের বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য (objectives) ও কর্মদক্ষতার সূচকের (performance indicators) ভিত্তিতে তাদের কর্মসম্পাদন দক্ষতা নিরূপন করতে সক্ষম হবে। অতএব উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ থাকা প্রয়োজন, যা বৃহত্তর পরিসরে সরকারের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে ভূমিকা রাখবে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল উপজেলা পরিষদ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগিদের নিম্নলিখিত গুরূত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ জানতে সাহায্য করে:

(১) পরিকল্পনা অনুসারে পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা

(২) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের জন্য সঞ্চালন করা হয়েছে কিনা

(৩) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের বাইরে অন্য কাজের জন্য সঞ্চালন করা হচ্ছে কিনা

(৪) বাস্তবায়িত কাজের ফলাফল (outputs) পরিকল্পনা অনুসারে হয়েছে

(৫) নির্ধারিত উদ্দেশ্য অনুসাওে কাজের ফলাফল অর্জিত হয়েছে কিনা এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য সমূহ এখনো প্রাসঙ্গিক আছে কিনা

(৬) পরিকল্পনা তার লক্ষ্য অর্জন করেছে কিনা, যেমন; উপজেলার অভিষ্ট জনগোষ্টির জীবনযাপনে প্রত্যাশিত পরিবর্তন এনেছে।

বিভিন্ন পর্যায়ে অন্যান্য পরিচালন ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্য সম্পাদন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও উন্নয়ন সহযোগিদের জন্যেও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োজন।

পাশাপাশি বার্ষিক পরিকল্পনারও একটি পরিবীক্ষণ পদ্ধতি থাকবে যা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকে সহযোগিতা করবে। সেই কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্টের আলোকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৮.২ বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীড়্গাণ ও মূল্যায়ন কৌশলের মানদন্ড ও নীতি

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীড়্গাণ ও মূল্যায়ন কৌশলনিম্নলিখিত মানদন্ড ও নীতির ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছেঃ

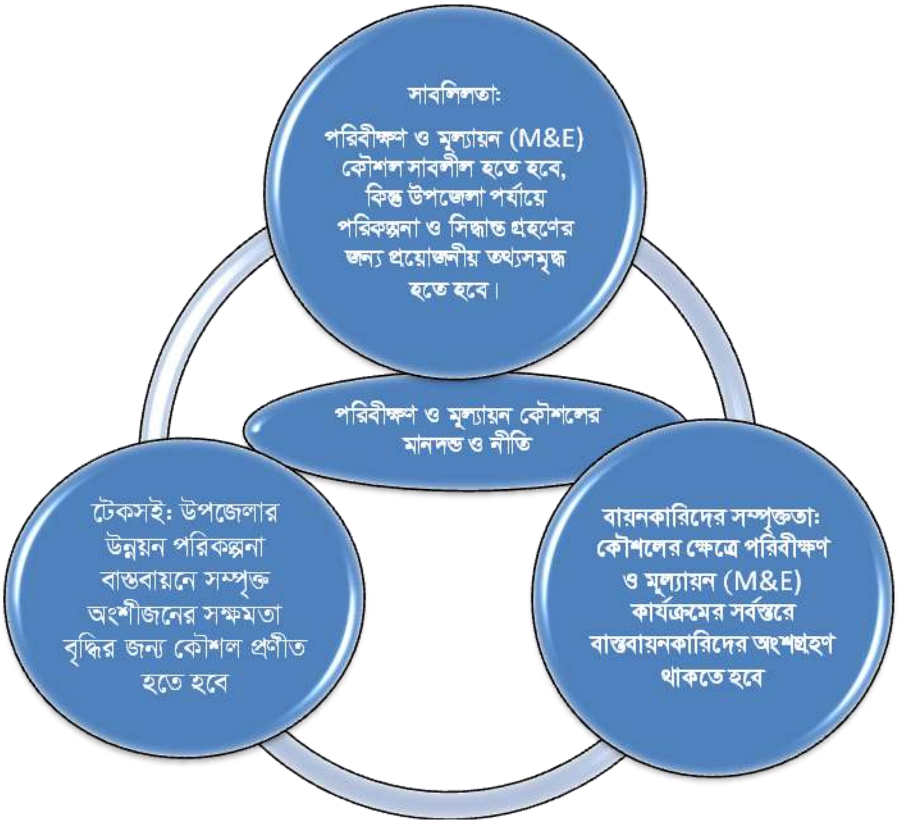

এই মানদন্ড ও নীতি পরস্পর সম্পর্কিত এবং উপজেলার উন্নয়ন লড়্যামাত্রা অর্জনে ভ্মিকা রাখে।

৮.৩ বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীড়্গাণের ফরম্যাট

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীড়্গাণ ও মূল্যায়ন কৌশল অনুসারে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ১) এবং বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ২) নিম্নের সুপারিশকৃত পরিবীড়্গাণ ফরম্যাট ব্যবহার করবে।

সারণী ১: ত্রৈমাসিক পরিবীড়্গাণ প্রতিবেদন (. . . . . . অর্থ বছরের . . . . ত্রৈমাসিক)

প্রতিটি খাতের প্রকল্প/ স্কিম	ফলাফলসূচক (output Indicator)	অভিষ্ট লড়্গ্য (Target)	এই তারিখ পর্যন্ত সম্পাদন	এই তারিখ পর্যন্ত উপকারভোগী	এই তারিখ পর্যন্ত আওতাভূক্ত এলাকা	প্রাক্কলিত বাজেট	এই তারিখ পর্যন্ত প্রকৃত অর্থ ছাড় / ব্যায়
১.সামাজিক খাত							
২.অর্থনৈতিক খাত							
৩.অবকাঠামো							
৪.পরিবেশ							

সারণী ২ঃ বার্ষিক অগ্রগতি / সম্পাদন প্রতিবেদন (. . . . . .অর্থ বছর)

খাত ভিত্তিক প্রকল্প/ স্কিম	ফলাফলসূচক(Outputs Indicators)	অভিষ্ট লক্ষ্য (Targets)	সম্পাদন (Accomplishment)	উপকারভোগী খাত (Beneficiary Sector)	আওতাভূক্ত এলাকা	প্রাক্কলিত বাজেট	প্রকৃত বরাদ্দ
১.সামাজিক খাত							
২.অর্থনৈতিক খাত							
৩.অবকাঠামো							
৪.পরিবেশ							

৮.৪ পরিবীড়্গাণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

পরিবীড়্গাণ ও মূল্যায়নের প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোঃ

বার্ষিক পরিকল্পনা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সূচকের ভিত্তিতে এবং যে পরিকল্পনা অনুসারে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে তার প্রেড়্গিাতে পরিকল্পনার লড়্গ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগতি ও অর্জন নির্ধারণের জন্য নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশেস্নষন করবে। উপজেলা পরিষদ সাধারণভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এটা সম্পাদন করবে। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালন, সম্পদ ব্যবহার ও এর ফলাফল পরিবীড়্গাণ ও তত্ত্বাবধান করবেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্ত্তত করবেতও সভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করবে।

উপজেলা পরিষদ এর সভায় অর্থ বছরের শেষে উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রকল্প/ স্কিম বাস্তবায়িত হয়েছে কি না বা শুরম্নতে নির্ধারিত লড়্গ্য ও উদ্দেশ্য কতোটা অর্জিত হয়েছে তা নির্ধারণের জন্য এবং যে উদ্দেশ্যে সম্পদ বরাদ্দ করা হয়েছিল সেই অনুসারে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য সমন্বিত পরিবীড়্গাণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে। পূর্বের মতোই উপজেলা কমিটির সহযোগিতায় প্রস্ত্তত তথ্য ও উপকরণের ভিত্তিতে ইউএনও অর্থ বছরের শেষে প্রতিবেদন প্রস্ত্তত করবে এবং চুড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য উপজেলা পরিষদের সভায় পেশ করবে।

প্রতিবেদন ও যোগাযোগ কৌশলঃ

বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্প/ স্কিমের অগ্রগতি সম্পর্কে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন জেলায় ও এলজিডিতে প্রেরণ করবে। উপজেলা পরিষদ একইভাবে উপজেলা পরিষদের তথ্য প্রকাশের দায়িত্ব হিসেবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ও পৌরসভায় প্রেরণ করবে।